A

NEW BIOGRAPHY.

BY

RAJANIKANTA GUPTA,

AUTHOR OF "HISTORY OF THE GREAT SEPOY WAR" &c.

নবচরিত।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

কলিকাতা;

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট্—লালবাজার।

১২৮৭

মূল্য আট আনা।

বিজ্ঞাপন।

নব চরিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। যাঁহারা বিদ্যা ও সদাচারের সাহায্যে, অধ্যবসায়ের প্রভাবে এবং পরোপকার-গুণে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, স্বদেশের ও বিদেশের এমন তিন জনের জীবন-বৃত্তান্ত ইহাতে লিখিত হই-য়াছে। আশা করি, এই চরিত পাঠে পাঠকদের ন্যায় পাঠি-কারাও অনেক মহার্ঘ উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

কতিপয় ইংরেজী পুস্তক ও সাময়িক পত্র প্রভৃতি হইতে উপস্থিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে; এজন্য সেই সমস্ত গ্রন্থ-প্রণেতৃগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

বর্ত্তমান পুস্তক খানির প্রথমে "জীবন-চরিত" নাম দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই নামে অন্য পুস্তক থাকাতে আমার কোন হিতৈষী বন্ধু নাম পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। এজন্য গ্রন্থের নাম "নব চরিত" রাখা হইল। ইতি।

হিন্দু হোষ্টেল,
কলিকাতা।
৮ই আষাঢ়, ১২৮৭।   শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

সূচী।

জীবন-চরিত।

স্বশক্তি-সমুত্থিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

আমাদের দেশের প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রূপ একটী গল্প প্রচলিত আছে, ত্রিবেণী গ্রামে রঘুনাথ তর্কবাচস্পতি নামে একজন অধ্যাপকের চতুষ্পাঠী ছিল। চতুষ্পাঠীর নিকটবর্ত্তী একখানি জীর্ণ কুটীরে ভগবতী নামে একটী অনাথা দুঃখিনী ব্রাহ্মণ-জায়া স্বীয় পঞ্চবর্ষীয় পুত্র-সন্তান লইয়া বাস করিত। তর্ক-বাচস্পতি মহাশয় এই ব্রাহ্মণ-পত্নীকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভগী টোলের অনেক কাজ করিত। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে ভগবতী আপনার শিশু সন্তানকে আগুণ আনিতে তর্কবাচস্পতির নিকট পাঠা-ইয়া দিল। তর্কবাচস্পতি এক হাতা আগুণ আনিয়া, বালককে হাত পাতিয়া, লইতে কহিলেন। বালক ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইল না, কিছুমাত্র বিলম্ব করিল না; উপস্থিত বুদ্ধিবলে এক অঞ্জলি

মৃত্তিকা লইয়া, অগ্নি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল। অধ্যাপক পঞ্চবর্ষীয় শিশুর এই প্রত্যুৎপন্নমতি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই বালক যে, অসাধারণ বুদ্ধিমান্, ইহা তাঁহার স্পষ্ট বোধ হইল। তিনি ভগবতীর নিকট তাঁহার পুত্র-রত্ন প্রার্থনা করিলেন। ভগবতী সম্মত হইল। তর্কবাচস্পতি শুভক্ষণে তাহাকে বিদ্যা শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। বালক অল্প দিনের মধ্যেই অদ্ভুত বুদ্ধি ও স্মারকতা-শক্তির প্রভাবে একজন প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিল। এই বালকের নাম, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।

বর্ণিত কাহিনী অসত্য হইতে পারে, কিন্তু জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন যে, অদ্ভুত বুদ্ধির প্রভাবে এক জন প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাহা কখনও অসত্য নহে। তাঁহার পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। তিনি দরিদ্রের গৃহে ভূমিষ্ঠ হন, জীবনের প্রথম ভাগ অতি দরিদ্র ভাবে অতিবাহিত করেন, শেষে আপনার ক্ষমতায় অনেক সম্পত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তাঁহার স্বাবলম্বন, তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র তদীয় জীবনীকে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আমাদের দেশের গৌরব-স্থল।

ত্রিবেণী গ্রামে রুদ্রদেব তর্কবাগীশ নামে একজন ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বাস করিতেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন

ছিলেন না; ক্রিয়া কাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য যজমান হইতে যাহা লাভ হইত, তাহা দ্বারা অতিকষ্টে পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। দরিদ্রতা হেতু রুদ্রদেবের অনেক সাংসারিক কষ্ট উপস্থিত হইত, কিন্তু তিনি সহিষ্ণুতা-গুণে সমুদয় সহ্য করিতেন। তাঁহার হৃদয় কোনরূপ দুর্ঘটনায় অধীর হইত না, এবং তাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধিও কোনরূপ দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িত না। তিনি সকল সময়ে ধীরভাবে আপনার কার্য্য করিতেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে রুদ্রদেবের পারদর্শিতা ছিল। অনেক ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিত; তিনি ইহাদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। নানারূপ সাংসারিক কষ্ট পাইয়াও, তিনি শাস্ত্রচর্চ্চায় কখনও অবহেলা করিতেন না। শাস্ত্রানুশীলন তাঁহার একটী প্রধান আমোদ ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক রচনা করেন। এইরূপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গ্রন্থ-প্রণয়নেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত।

কিন্তু দরিদ্রতা অপেক্ষা অনপত্যতা রুদ্রদেবের সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিলেন, এসময়েও সন্তানের মুখ দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ক্রমে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, রুদ্রদেব জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু জীবনের এই শেষ অবস্থায় তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল। রুদ্রদেবের বয়স ছয়ষট্টি বৎসর, এই সময়ে ১১০২ সালে (খ্রীঃ ১৬৯৫ অব্দে) তাঁহার একমাত্র পুত্র-সন্তান জগন্নাথ পৈতৃক বাস-ভূমি ত্রিবেণীতে জন্ম-গ্রহণ করিলেন।

শেষ দশায় পুত্র-সন্তানের মুখ দেখিয়া, রুদ্রদেব অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রের সন্তুষ্টি সাধনই এক্ষণে তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিল। জগন্নাথ পিতা মাতার সাতিশয় আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইরূপ অতি আদরে তাঁহার স্বভাব বিকৃত হইল। বাল্য দশায় জগন্নাথ দুঃশীল ও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন। তিনি যেরূপে ইষ্টক নিক্ষেপ পূর্ব্বক পথিকদিগকে উৎপীড়িত করিতেন, কুলকামিনীদিগের কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন,গ্রামের বালকদিগকে ধরিয়া প্রহার করিতেন, অভীষ্ট বস্তু না পাইলে জননীকে যন্ত্রণা দিতেন, তাহা অদ্যাপি ত্রিবেণীর বৃদ্ধ সম্প্রদায় কথাপ্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়া থাকেন। প্রতিবেশীগণ জগন্নাথের অত্যাচারে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত, জগন্নাথ তাহা দেখিয়া, আহ্লাদে মত্ত হইতেন; পিতা জগন্নাথকে শাসন করিতেন, জগ-ন্নাথ তাহাতে বধির হইয়া থাকিতেন; মাতা জগ-ন্নাথকে কোলে তুলিয়া, উপদেশ দিতেন, জগন্নাথ ঈষৎ

হাস্নিয়া, তাহাতে উপেক্ষা দেখাইতেন। একদা জগন্নাথ বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুরের পাণ্ডার নিকট একটী পাঁঠা চাহেন। পাণ্ডা জগন্নাথের প্রার্থনা পূরণ করিতে অসম্মত হয়। জগন্নাথ ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রস্তরময়ী দেব-মূর্ত্তি অপহরণপূর্ব্বক পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিলেন। মূর্ত্তি অপহৃত হওয়াতে পাণ্ডারা সাতিশয় চিন্তিত হইল। তাহারা জগন্নাথের স্বভাব জানিত, সুতরাং তাঁহাকেই অপহারক ভাবিয়া, বিগ্রহ বাহির করিয়া দিতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিতে লাগিল। জগন্নাথ প্রথমে অসম্মত হইলেন। শেষে পাণ্ডারা প্রতি বৎসর তাঁহাকে এক একটী পাঁঠা দিতে প্রতিশ্রুত হইল। জগন্নাথ পুষ্করিণী হইতে দেব-মূর্ত্তি তুলিয়া দিলেন। এইরূপ দুঃশীলতায় ও অত্যাচারে অনাশ্রব (একগুঁয়ে) বালকের সময় অতিপাত হইত।

রুদ্রদেব জগন্নাথকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যা শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করেন। জগন্নাথ পাঠে অনাবিষ্ট ছিলেন না। তাঁহার মেধা অসাধারণ ছিল, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ছিল, এবং মনোযোগ প্রগাঢ় ছিল। তিনি পিতার নিকট প্রথমে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া,পরে কয়েকখানি সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। পাঠ্য গ্রন্থগুলির সমস্তই এই পঞ্চবর্ষীয় শিশুর আয়ত্ত

ছিল; পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে, তাহাও তিনি পঠিত পাঠের ন্যায় বলিয়া দিতে পারিতেন। একদিন কয়েক জন গ্রামবাসী জগন্নাথের অত্যাচারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, রুদ্রদেবের নিকট অভিযোগ করিল। রুদ্রদেব পুত্রের অসদ্ব্যবহারে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে দুর্ব্বৃত্ত ও লেখা পড়ায় অনাবিষ্ট বলিয়া, নানারূপ ভৎ‍র্সনা করিতে করিতে পুস্তক আনিয়া পাঠ বলিতে কহিলেন। জগন্নাথ অপ্রতিভ হইলেন না; তিনি ধীর ভাবে পুস্তক আনিলেন, এবং পূর্ব্বে যাহা না পড়া হইয়াছে, ধীর ভাবে তাহারও আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। রুদ্রদেব পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা ও স্বাবলম্বন দেখিয়া, যুগপৎ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, জগন্নাথ কালে একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিবে। রুদ্রদেবের এই বিশ্বাস অমূলক হয় নাই, কালে জগন্নাথ অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া সমস্ত সভ্য সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন।

জগন্নাথের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার মাতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এত অল্প বয়সে মাতৃহীন হওয়াতে জগন্নাথ পিতার অধিকতর আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া উঠেন। এই সময়ে তাঁহার এক মাতৃষ্বসা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন

করেন। মাতৃ-বিয়োগ নিবন্ধন পিতার এইরূপ আত্যন্তিক স্নেহ, অষ্টবর্ষীয় শিশুর দুঃশীলতা বৃদ্ধির একটী প্রধান কারণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, জগন্নাথ পিতার নিকট সাহিত্য, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্য গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, জ্যেষ্ঠ-তাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া)-স্থিত চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি শাস্ত্র পাঠে প্রবৃত্ত হন। অসাধারণ বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণ প্রতিভা-বলে এই শাস্ত্র তাঁহার বিলক্ষণ আয়ত্ত হইয়া উঠে। তিনি ধীরভাবে এই শাস্ত্রের বিচার করিয়া আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিকাশ করিতেন, এবং ধীর ভাবে স্মৃতি-ঘটিত দুরূহ বিষয় গুলির বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, ব্যবস্থা দিতেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই। দ্বাদশবর্ষীয় বালককে এই রূপে একজন প্রধান স্মার্ত্ত হইতে দেখিয়া, সকলেই নিরতিশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১১১৬ সালে (খ্রীঃ ১৭০৯ অব্দে) অব্দে জগন্নাথ পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। মেড়ে গ্রামের একটী সুলক্ষণ-সম্পন্না বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময়ে জগন্নাথ চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, জরাগ্রস্ত পিতার এক মাত্র সন্তান বলিয়াই, তাঁহাকে এত অল্প বয়সে উদ্বাহ-বন্ধনে

আবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই বাল্য-পরিণয় বিধি আমাদের দেশে আধুনিক নহে। বহু দোষের আকর হইলেও ইহা এপর্য্যন্ত আমাদের সমাজ হইতে একবারে তিরোহিত হয় নাই। এদিকে জগন্নাথ যে সময়ে ও যে অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন. তাহাতে এই প্রথা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার কোনও সামর্থ্য হইল না। তিনি অল্প বয়সে মাতৃহীন হন, তাঁহার পিতা জরাজীর্ণ হইয়া, ঐহিক জীবনের চরম সীমার পদার্পণ করেন। সুতরাং শেষ দশায় পুত্র-বধূর মুখ নিরীক্ষণ করিতে পিতার বলবতী ইচ্ছা জন্মে। প্রাচীন মতাবলম্বী রুদ্রদেব এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করেন নাই। তিনি যথাবিধানে পরম স্নেহাস্পদ তনয়কে একটী মনোমত কুমারীর সহিত সম্মিলিত করিয়া, আপনার মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

কিন্তু অল্পবয়সে বিবাহ হইলেও জগন্নাথ বিদ্যা-শিক্ষায় অমনোযোগী হন নাই। স্মৃতি অধ্যয়নের পর, তিনি আপনার বাসগ্রামে আসিয়া, রঘুনাথ তর্ক-বাচস্পতির টোলে ন্যায় শাস্ত্রে পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় ন্যায় অতি দুরূহ ও জটিল বিষয়। তীক্ষ্ণ মনীষা-সম্পন্ন না হইলে এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করা দুর্ঘট। কিন্তু জগন্নাথের মনীষার অভাব ছিল না. তিনি অল্প সময়েই ন্যায় শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়া, এক জন

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হইয়া উঠেন। সাধারণ নৈয়ায়িক গণের ন্যায় তাঁহার কেবল বাচালতা বা পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না। এই সকল নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধি আছে, কিন্তু বুদ্ধির স্থিরতা নাই, বহুশাস্ত্রে দর্শন আছে, কিন্তু কোন শাস্ত্রে প্রবেশ নাই, বিচারে প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু যুক্তি প্রদর্শনে ক্ষমতা নাই; জগন্নাথ এই অহম্মুখ ও অহংকারী পণ্ডিত-সম্প্রদায় অপেক্ষা সর্ব্বাংশে উন্নত ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল, বহুশাস্ত্রে প্রবেশ ছিল, এবং যুক্তি প্রদর্শনে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কথিত আছে, ন্যায় শাস্ত্রে পড়িতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, তিনি নবদ্বীপের একজন প্রসিদ্ধ ন্যায়-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতকে বিচারে পরাজিত ও সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। এই পণ্ডিতের নাম রামাবল্লভ বিদ্যা বাগীশ। ইনি বিখ্যাত জগদীশ তর্কালঙ্কারের * পৌত্র। রামাবল্লভ একদা রঘুনাথের টোলে আসিয়া, অতিথি হন, এবং মহা দর্পে বিচার আরম্ভ করিয়া, সকল ছাত্রকেই অপ্রতিভ ও পরাজিত করিয়া তুলেন। সমুদয় ছাত্র পরাভূত হইল দেখিয়া, রামাবল্লভ আর তথায় ক্ষণকালও অবস্থান করিলেন না। পূর্ব্বের ন্যায়

* জগদীশ তর্কালঙ্কার নবদ্বীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়- শাস্ত্রের টীকা করিয়া লোক-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

মহা দর্পের সহিত সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। জগন্নাথ বাড়ীতে আহার করিতে গিয়াছিলেন, এই ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিলেন না; শেষে চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সমুদয় শুনিলেন। অভ্যাগত পণ্ডিত আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া, চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া, জগন্নাথ হৃদয়ে আঘাত পাইলেন; তিনি আর কাল বিলম্ব করিলেন না; রামাবল্লভের উদ্দেশে টোল হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে রামাবল্লভের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামাবল্লভ জগন্নাথকে দেখিয়াই বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। জগন্নাথ অপ্রতিভ বা বিচলিত হইলেন না, বিশেষ সূক্ষ্ম যুক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রত্যেক কথার খণ্ডন করিতে লাগিলেন। রামাবল্লভ জগন্নাথের শাস্ত্রীয় জ্ঞানের গভীরতা, যুক্তি-প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং সূক্ষ্ম-বিচার-প্রণালী দেখিয়া, বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। ক্রমে তাঁহার দর্প অন্তর্হিত হইল। তিনি জগন্নাথের মুখে জটিল ন্যায় শাস্ত্রের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিতে শুনিতে পুনর্ব্বার টোলে সমাগত হইলেন। আর তাঁহার পূর্ব্বের ন্যায় উদ্ধতভাব রহিল না। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ষোড়শবর্ষীয় বালকের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে পরাজিত হইয়া, পরম পরিতোষ সহকারে ত্রিবেণীর চতুষ্পাঠীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

জগন্নাথ এইরূপে সাত আট বৎসর ত্রিবেণীর

চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া, ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শাস্ত্রানুশীলন ও শাস্ত্রীয় আলাপ তাঁহার একমাত্র বিশুদ্ধ আমোদ ছিল। তিনি বিশিষ্ট অভি-নিবেশ সহকারে সকল শাস্ত্রই আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষা তাঁহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাঁহার বিচার-শক্তি মার্জ্জিত করিয়াছিল, এবং প্রগাঢ় কর্ত্তব্য-জ্ঞান তাঁহার স্বভাব সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি সাধনায় অটল, সহিষ্ণুতায় অবি-চলিত এবং অধ্যবসায়ে অনলস ছিলেন। যাঁহার সহিত তাঁহার একবার মাত্র শাস্ত্রালাপ হইত, তিনিই তাঁহাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া সম্মান করিতেন। এইরূপে তাঁহার পাণ্ডিত্য-খ্যাতি চারিদিকে প্রসারিত হইল। তিনি বাল্যে দুঃশীল ও দুষ্কর্ম্ম-রত ছিলেন, যৌবনে সুশীল ও সৎকর্ম্মান্বিত হইয়া, শাস্ত্রালোচনায় মনোনি-বেশ করিলেন।

ক্রমে রুদ্রদেবের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। নব্বই বৎসর দেহভার বহন করিয়া, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন। রুদ্রদেব নিরতিশয় দরিদ্র ছিলেন বলিয়া পুত্রের জন্য কিছুরই সংস্থান করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে তাঁহার কোন ক্ষোভ জন্মে নাই। তিনি পুত্রের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধিকেই তদীয় ভাবি জীবনের একমাত্র সম্বল বিবেচনা করিতেন। তাঁহার

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জগন্নাথ আপনার বিদ্যার প্রভাবে অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইবে। এইরূপ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করিয়াই, তিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন; কোন বিরাগ অথবা কোন চিন্তা একদিনের জন্যও তাঁহার প্রসন্নতা কলুষিত করে নাই। তিনি সংযতভাবে আপনার কার্য্য করিতেন, এবং আপনার কার্য্য করিয়াই, আপনি পরিতৃপ্ত হইতেন। তিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, যে অবস্থা তাহাকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য জন্য ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর করিয়া তুলিয়াছে, সে অবস্থার জন্য কখনও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার প্রশান্তভাব অটল ও অপরিমেয় ছিল, তিনি অমূল্য পুত্র-রত্নের অধিকারী হইয়া, আপনাকে মহাভাগ্যবান্ ও সমৃদ্ধি-পন্ন বিবেচনা করিতেন। সুতরাং রুদ্রদেব সুখী ও সন্তুষ্ট ছিলেন। ঘোরতর দরিদ্রতা কখনও তাঁহার প্রসন্ন হৃদয়ে কালিমার সঞ্চার করে নাই।

পিতৃবিয়োগ-সময়ে জগন্নাথের বয়স চব্বিশ বৎসর হইয়াছিল। এই তরুণ বয়সে সংসারের ভার পড়াতে তিনি চারি দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। গৃহে কিছুরই সংস্থান ছিল না। জগন্নাথ সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জগন্নাথের কষ্টের

অবধি রহিল না। দিনান্তে উদরান্ন সংগ্রহ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তিনি অপরের নিকট হইতে গৃহ কর্ম্মের উপযোগী দ্রব্যাদি চাহিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে দুরবস্থার একশেষ হওয়াতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিতে হইল। জগন্নাথ চতুষ্পাঠী পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপকের নিকট হইতে "তর্কপঞ্চানন" উপাধি প্রাপ্ত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন কোনরূপে একটী টোল খুলিয়া, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অধ্যাপনা-গুণে নানাদেশ হইতে অনেক শিক্ষার্থী আসিতে লাগিল। জগন্নাথ সুনিয়মে সকলকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অদ্ভুত পাণ্ডিত্য-বলে ক্রমে তাঁহার খ্যাতি বাড়িয়া উঠিল। নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র আসিতে লাগিল; অনেক ধর্ম্মপরায়ণ ভূস্বামী তাঁহাকে নিষ্কর ভূমি দিতে লাগিলেন। রুদ্রদেবের আশা ফলবতী হইল। আপনার বিদ্যা বুদ্ধির প্রসাদে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অনেক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন।

সুপণ্ডিত ও সুবিদ্বান বলিয়া, জগন্নাথ এমন মাননীয় ছিলেন যে, অনেক বড় বড় লোক তাঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। কলিকাতার প্রধান শাসনকর্ত্তা

সার জন শোর সাহেব *, প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স সাহেব †, শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, বর্দ্ধমানের মহারাজ ত্রিলোকচন্দ্র বাহাদুর, দেওয়ান নন্দকুমার, নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় প্রভৃতি বড় বড় লোকের নিকট জগন্নাথের বিশিষ্ট সম্ভ্রম ছিল। ইহাঁরা অবকাশ পাইলেই জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। সে সময়ে আমাদের দেশের ধনিগণ বিদ্যার যথোচিত সমাদর করিতেন; তাঁহাদের নিকট লক্ষ্মীর ন্যায় সরস্বতীরও সমুচিত সম্মান ছিল। তাঁহারা নিষ্কর ভূমি বা অর্থ দিয়া, দেশের প্রধান প্রধান অধ্যাপকের গ্রাসাচ্ছাদনের সুবিধা করিয়া দিতেন। এইরূপ অর্থ-সাহায্য পাওয়াতে পণ্ডিতগণ নিশ্চিন্ত মনে শাস্ত্রানুশীলন করিতেন। তাঁহাদের কোন অভাব বা কোন সাংসারিক ভাবনা ছিল না। অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উপাসনা করাই তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য ও আমোদ ছিল। তাঁহারা

---

* সার জন শোর এদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসিয়া, ক্রমে গবর্ণরের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার সময়ে বারাণসী ব্রিটীশ কোম্পানীর অধিকার-ভুক্ত হয়। ইনি শেষে লর্ড টেনমাউথ নামে প্রসিদ্ধ হন।

† সার উইলিয়ম জোন্স সুপ্রীমকোর্টের জজ ছিলেন। সংস্কৃতে ইহাঁর বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ইংরেজীতে সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুবাদ করেন।

সংযতচিত্তে এই উপাসনাতেই সময় ক্ষেপ করিতেন, এবং সংযতচিত্তে এই উপাসনা করিয়াই, আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেন ‡।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এই সময়ে আমাদের দেশের সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপক ও পণ্ডিত ছিলেন। পাণ্ডিত্যের অনুরূপ তাঁহার অর্থ-সঙ্গতি ছিল না। সুতরাং অনেক বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জগন্নাথের একখানি অতি জীর্ণ পর্ণকুটীর মাত্র ছিল। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে পাকা কোটা প্রস্তুত করিয়া দেন। ইঁহারই সাহায্যে জগন্নাথ দুর্গোৎসব করিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত নবকৃষ্ণ তাঁহাকে বহুলাভের এক খণ্ড ভূসম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বিষয় নানা অনর্থের মূল বলিয়া, জগন্নাথ তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত

‡ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমকালে ন্যায়-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ধর্ম্মশাস্ত্র-ব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন; ষড়দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ, গুপ্তিপাড়া নিবাসী প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ছিলেন। নবদ্বীপের কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুর প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ভূস্বামিগণ অর্থ দিয়া, ইঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

হন নাই। কিন্তু নবকৃষ্ণ ইহাতে বিরত হইলেন না। তিনি জমীদারী সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য-ভার নিজ হস্তে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহাকে সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ আর তাঁহার অনুরোধ লঙ্ঘনে সমর্থ হইলেন না; একখানি ক্ষুদ্র পরগণা গ্রহণপূর্ব্বক রাজা নবকৃষ্ণের বাসনার সম্মান রক্ষা করিলেন। নবদ্বীপের অধিপতি ও বর্দ্ধমানের মহারাজও রাজা নবকৃষ্ণের এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই জগন্নাথের অসাধারণ বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন।

সার জন শোর ও সার্ উইলিয়ম জোন্স সাহেবের অনুরোধে জগন্নাথ ব্যবস্থা-সংক্রান্ত দুইখানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ* সঙ্কলন করেন। যাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তাবৎ মাসিক পাঁচ শত টাকা পাইতেন। সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলেও, তাঁহার প্রতি

* এই দুই খানি গ্রন্থের নাম, অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ এবং বিবাদভঙ্গার্ণব। জগন্নাথ কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থও রচনা করেন। কিন্তু অধ্যাপনা-কার্য্যেই তাঁহার অধিক সময় ব্যয় হইত; সুতরাং তিনি গ্রন্থ-প্রণয়নে তাদৃশ মনোযোগ দিতে পারেন নাই।

মাসে তিন শত টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়। জোন্স সাহেবের সহিত জগন্নাথের বিশিষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল, তিনি ও তাঁহার বনিতা প্রায়ই জগন্নাথের সহিত সাক্ষাৎকরিতে আসিতেন †। সার উইলিয়ম জোন্স জগন্নাথকে এত ভাল বাসিতেন ও এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, চৌর ডাকাইতের উপদ্রব-কালে নিজ হইতে বেতন দিয়া, কয়েক জন সিপাহী তাঁহার বাটীতে পাহারার কাজে রাখিয়া ছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি হারিংটন সাহেবের সহিতও জগন্নাথের বন্ধুত্ব ছিল। অবসর পাইলেই হারিংটন জগন্নাথের বাটীতে আসিতেন, এবং হিন্দু ব্যবস্থা-সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়া যাইতেন। বিচারালয়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মত সাদরে গৃহীত হইত। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি যে ব্যবস্থা দিতেন, বিচারপতিগণ তদনুসারে বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। মুরশিদাবাদের নবাব তাঁহাকে একটী

† একদা সার উইলিয়ম জোন্স সস্ত্রীক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একজন তাঁহাদিগকে পূজার দালানে বসিতে অনুরোধ করিলেন। ইহাতে জোন্স সাহেবের পত্নী সংস্কৃতে কহিলেন, "আবাং ম্লেচ্ছৌ" অর্থাৎ আমরা ম্লেচ্ছ, পূজার দালানে বসিবার অধিকারী নহি। ইহার পর তাঁহারা উভয়েই জগন্নাথের অন্তঃপুরে যাইয়া, বিবিধ সদালাপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন।

উৎকৃষ্ট সীল মোহর প্রদান করিয়াছিলেন। এই মোহরে "সুধীবর কবি বিপ্রেন্দ্র শ্রীযুক্ত জগন্নাথ তর্ক-পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য" এই কয়েকটী কথা খোদিত ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন আপনার ব্যবস্থা-পত্র সকল এই মোহরে অঙ্কিত করিতেন।

এইরূপে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সকলের শ্রদ্ধাস্পদ হন, এইরূপে সকলে আদর ও প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলেন। তিনি সংসারী হইয়া, কখনও কোন বিষয়ে অসুখী হন নাই। তাঁহার আয় যেমন বাড়িয়া ছিল, তেমনি তিনি সৎ কার্য্যে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত। তিনি সমুদয় ছাত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার অনেক ছাত্রও বড় বড় পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আপনাদের ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কাণ্ডে এবং অতিথি-সেবাতেও জগন্নাথের অনেক অর্থ ব্যয় হইত। জগন্নাথ অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে ক্রমে অনেক সম্পত্তির অধিকারী হন; এই সমস্ত সম্পত্তি পাইয়া, তিনি এক দিনের জন্যও গর্ব্ব প্রকাশ করেন নাই। যে বিনয় ও শীলতা জীর্ণ পর্ণকুটীরে তাঁহার মুখ-মণ্ডল শোভিত করিয়াছিল, সুদৃশ্য অট্টালিকার বহু সম্পত্তির মধ্যে এক্ষণে তাহা আরও শোভা বিকাশ করিল। আপনার সুদীর্ঘ

জীবনে জগন্নাথ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রের মুখ দেখিয়া, চরিতার্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার তিনটী পুত্র-সন্তানের নাম, কালিদাস, কৃষ্ণচন্দ্র ও রামনিধি। মধ্যম ও কনিষ্ঠের অনেক গুলি সন্তান হইয়াছিল। মধ্যমের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম, ঘনশ্যাম সার্ব্বভৌম। ঘনশ্যাম সংস্কৃত-শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। জগন্নাথের উপযুক্ত পৌত্র বলিয়া, লোকে ইঁহার সম্মান করিত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কোলব্রুক * সাহেব একদা ঘনশ্যামকে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ পণ্ডিত † হইতে অনুরোধ করেন। কোম্পানীর চাকরী গ্রহণ করিলে জাতি যাইবে বলিয়া, ঘনশ্যাম প্রথমে এই সম্মানার্হ পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু শেষে আত্মীয় জনের অনুরোধে তাঁহাকে এই পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন সংসারের পবিত্র সুখ ভোগ পূর্ব্বক শেষ দশায় উপনীত হন। ১২১৪ সালে (খ্রীঃ ১৮০৬ অব্দে)

* কোলব্রুক সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথমে ত্রিহুতের কালেক্টর হন, পরে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের পদ গ্রহণ করেন। ইনি একজন প্রধান সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইনিই প্রথমে বেদ পড়িয়া ইংরেজীতে তাহার বিবরণ প্রকাশ করেন।

† পূর্ব্বে বিচারালয়ে এক একজন পণ্ডিত থাকিতেন। হিন্দু-শাস্ত্রের তর্ক উপস্থিত হইলে ইহাঁরা ব্যবস্থা দিতেন। ইহাঁ-দিগকে জজ পণ্ডিত বলা যাইত।

১১১ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। এত অধিক বয়স হইলেও জগন্নাথের কোনরূপ ইন্দ্রিয়-হীনতা বা দৈহিক বিকার লক্ষিত হয় নাই। তিনি বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ছিলেন। তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ-শক্তি তেজস্বিনী ছিল। মৃত্যুর দুই এক মাস পূর্ব্বে প্রায় চারি পাঁচ ক্রোশ হাটিয়া যাইতে পারিতেন। অধ্যাপনা-কার্য্যে তিনি কখনও ঔদাসীন্য দেখান নাই; যথাসময়ে ও যথানিয়মে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। কেবল মৃত্যুর এক মাস কাল পূর্ব্বে ইহা হইতে বিরত হন।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতিশক্তি সাতিশয় বলবতী ছিল। কথিত আছে, তিনি সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের আদ্যোপান্ত,না দেখিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণ-শক্তির সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। এক দিন জগন্নাথ স্নান করিয়া, ঘাটে বসিয়া, আহ্নিক করিতেছেন, এমন সময়ে দৈবাৎ দুইজন সাহেব সেই স্থানে নৌকা হইতে নামিয়া, পরস্পর কলহ করিতে করিতে মারামারি করিল। এজন্য একজন সাহেব আর এক জনের নামে আদালতে অভিযোগ করে। অভিযোগকারী বিচারালয়ে কহিল, ঘাটে কেহই ছিলনা, কেবল এক ব্যক্তি গায় মাটী মাখিয়া, বসিয়া ছিল। এই ব্যক্তিই জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, সুতরাং

সাক্ষী হইয়া জগন্নাথকে আদালতে আসিতে হইল। জগন্নাথ ইংরেজী জানিতেন না, তথাপি অদ্ভুত স্মৃতি-শক্তি-বলে দুইজন সাহেব, ঘাটে যে যে কথা কহিয়াছিল, তৎসমুদয় এমন সুপ্রণালীতে আবৃত্তি করিলেন যে, বিচারপতি তাহা শুনিয়া, সাতিশয় বিস্মিত হইয়া, জগন্নাথকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

জগন্নাথ আপনার সুদীর্ঘ জীবনে সাধারণের নিকট প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কখনও এই সম্মানের অপব্যবহার করেন নাই। ছোট বড়, ইতর ভদ্র, সকলেই তাঁহার নিকটে আসিত, সকলেই তাঁহাকে সমাদর ও শ্রদ্ধা করিত। তিনি সকলের সহিতই সরল হৃদয়ে আলাপ করিতেন। হাস্যরসের অবতারণায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আলাপের সময় তিনি কাহাকেও না হাসাইয়া, থাকিতে পারিতেন না। শিশুরা তাঁহার প্রসন্ন বদন ও পরিহাস-প্রিয়তা দেখিয়া, আমোদিত হইত, যুবকেরা তাঁহার উদার উপদেশ পাইয়া, সন্তোষ লাভ করিত এবং বৃদ্ধেরা তাঁহার শাস্ত্রীয় কথা শুনিয়া, পরিতৃপ্ত হইত। এইরূপে তিনি সকলেরই অধিগম্য ছিলেন, সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। জগন্নাথের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে একটী পিত্তলের জল-পাত্র, দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও এক খানি অতি জীর্ণ পর্ণ-

গৃহ মাত্র ছিল। কিন্তু জগন্নাথ অসাধারণ স্বাবলম্বন ও বিদ্যা-বলে নগদ এক লক্ষ টাকা ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপস্বত্বের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া, পরলোক-গত হন। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের অসাধারণ ধর্ম্ম-জ্ঞান ছিল; এজন্য তিনি সকলেরই প্রগাঢ় বিশ্বাসের পাত্র ছিলেন। বিদ্যা, ধর্ম্ম-জ্ঞান ও স্বাবলম্বন একাধারে সমবেত হইলে মানুষের কেমন উন্নতি হয়, তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের জীবন-চরিতে প্রকাশ পাইতেছে। লোক-সমাজে যত দিন বিদ্যার সমাদর থাকিবে, যত দিন ধর্ম্মজ্ঞান অটল রহিবে, যত দিন স্বাবলম্বন উন্নতির একটী প্রধান উপায় বলিয়া পরিগণিত হইবে, তত দিন এই স্বশক্তি-সমুত্থিত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না।

বৈদেশিক পর-হিতৈষী

ডেবিড হেয়ার।

যখন ইংরেজ-শাসন আমাদের দেশে ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, উচ্চতর ইংরেজী শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজ যখন সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, ইংরেজগণ যখন কেবল অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে এদেশে আসিতেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই যখন স্বদেশে যাইয়া, এদেশকে একবারে ভুলিয়া যাইতেন, তখন একজন প্রকৃত হিতৈষী ইংলণ্ড হইতে আমাদের দেশে আগমন করেন, এবং আমাদের দেশকে আপনার দেশ ভাবিয়া, আমাদিগকে রোগে ঔষধ, শোকে সান্ত্বনা দিয়া, আমাদের হৃদয় শান্তির অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্ত করেন। এই বৈদেশিক পর-হিতৈষীর নাম, ডেবিড হেয়ার।

ডেবিড হেয়ারের পিতা লণ্ডন নগরে ঘড়ি প্রস্তুত ও মেরামত করিতেন। তিনি স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন নগরের একটী কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন। এইস্থানে খৃঃ ১৭৭৫অব্দে ডেবিড হেয়ারের জন্ম হয়। ডেবিড পিতার সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান। তাঁহার আর তিন ভ্রাতার নাম, জোসেফ, আলেকজেণ্ডার ও জন। পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ডেবিড কলিকাতায় আগমন করেন। ডেবিড হেয়ারের আসি-

বার পর তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা আলেকজেণ্ডার এখানে আইসেন। কিছু দিন অবস্থিতির পর আলেকজেণ্ডারের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। জনও এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এখানে অবস্থান করেন নাই। ইচ্ছানুরূপ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে গমন করেন।

হেয়ার সাহেব কলিকাতায় কিছুকাল ঘড়ির কাজ করিয়া, অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক তাঁহার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু গ্রে সাহেবকে আপনার কার্য্য-ভার সমর্পণ করেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার ন্যায় এখানে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের মানসে আগমন করেন নাই। এই দেশেই আপনার জীবিত-কাল অতিবাহিত করিবার তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। এদেশে তাঁহার কোনরূপ পার্থিব বন্ধন ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতাদের পরিবারবর্গ ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেন। কিন্তু অনুপম উদারতা ও নিঃস্বার্থ হিতৈষিতা তাঁহাকে এদেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। তিনি এদেশের অধিবাসিদিগকে আপনার ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন, এবং তাহাদের উপকার জন্য যথাশক্তি পরিশ্রম ও যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হেয়ার সাহেব সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে যাইতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। যাহাতে পরস্পরের

মধ্যে একতা ও সৌহার্দ্দ জন্মে, এবং উভয় সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করে, ইহাই তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল তিনি অকুণ্ঠিতভাবে সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের বাটীতে যাইতেন, সরল হৃদয়ে তাঁহাদের সহিত আলাপ করিতেন এবং সানন্দ অন্তঃকরণে নানা প্রকার আমোদ করিয়া, তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখাইয়া, হেয়ার সাহেব সকলকেই আপনার আত্মীয় করিয়া তুলিলেন। কোনরূপ ক্রিয়া কাণ্ড অথবা প্রমোদকর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, সকলেই হেয়ার সাহেবকে আদরের সহিত নিমন্ত্রণ করিত; হেয়ার সকলের বাটীতে যাইয়াই, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। বিদেশী ও বিধর্ম্মীর গৃহে যাইয়া, আমোদ করিতেছেন বলিয়া, তিনি কখনও আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিতেন না, প্রত্যুত ইহাতে তাঁহার উদার ও সরল অন্তঃকরণে নিরুপম প্রীতির আবির্ভাব হইত।

এই সময়ে মহানগরী কলিকাতায় ভাল ইংরেজী অথবা বাঙ্গালা পাঠশালা ছিল না। ছাত্রেরা সামান্যরূপ লিখন, পঠন ও গণিত অভ্যাস করিয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিত। অধ্যয়নের উপযোগী ভাল ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থও এই সময়ে প্রচলিত ছিল না।

সুতরাং উচ্চতর শিক্ষার অভাবে শিক্ষার্থিদিগের হৃদয় উচ্চতরভাবে সম্প্রসারিত হইত না। হেয়ার সাহেব প্রথমে এই অভাব বুঝিতে পারিলেন। কিসে এই অভাব দূরীভূত হয়, কিসে এদেশের যুবকগণ উচ্চতর শিক্ষা পাইয়া, বহুদর্শী ও বহু গুণান্বিত হইয়া উঠে, ইহাই এক্ষণে তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। প্রস্তাবিত সময়ে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আমাদের সমাজে বিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রথমে ইহাঁদের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করেন। আমাদের দেশের প্রতি সুপ্রিমকোর্ট নামক বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট সাহেবের বিশিষ্ট মমতা ও স্নেহ ছিল। হেয়ার সাহেব অতঃপর তাঁহার নিকট যাইয়াও একটী প্রধান বিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এবিষয়ে আমাদের দেশের লোকের কিরূপ মত, জানিবার জন্য প্রধান বিচারপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে সকলের নিকট পাঠাইয়া দেন। বৈদ্যনাথ প্রধান বিচারপতির অনুরোধে সমাজের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলে, সকলেই তাহাতে আহ্লাদ সহকারে সম্মতি প্রকাশ করেন। বৈদ্যনাথ প্রধান বিচারপতির নিকট যাইয়া, সকলের সম্মতি জানাইলেন। প্রধান বিচারপতির

মুখ উৎফুল্ল হইল। অবিলম্বে একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোগ হইতে লাগিল। সমুদয় প্রস্তুত হইয়াছে, এমন সময়ে অভীষ্ট কার্য্যের একটী বিঘ্ন উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজা রাম-মোহন রায় পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করাতে হিন্দু সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন; এক্ষণে এই রামমোহন রায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যক্ষ হইবেন শুনিয়া, পৌত্তলিক হিন্দুগণ পূর্ব্ব অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিতে অসম্মত হইলেন। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যাবৎ রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সহিত সংসৃষ্ট থাকিবেন, তাবৎ তাঁহারা কোনরূপ অর্থানুকূল্য করিবেন না। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ম্রিয়মাণ হইলেন, প্রধান বিচারপতির হৃদয়ে আঘাত লাগিল। উপস্থিত বিষয়ে কি করিতে হইবে, তাঁহারা কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। যে সন্তোষ ও প্রীতির তরঙ্গে তাঁহারা এতক্ষণ দোলায়মান হইতেছিলেন, তাহা অপগত হইল। প্রধান বিচারপতি ও বৈদ্যনাথ নিরাশার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

এই সঙ্কটাপন্ন সময়ে এক মনস্বী ব্যক্তি রঙ্গস্থলে আবির্ভূত হইলেন। ডেবিড হেয়ার কোন কার্য্যই অসম্পন্ন রাখিবার লোক ছিলেন না। উপস্থিত বিষয়ে

এইরূপ বিঘ্ন দেখিয়া, তিনি কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন না। যে অনুরাগ, সাহস ও উদ্যম তাঁহার প্রকৃতিকে অলস্কৃত করিয়া ছিল, তাহা অপসারিত হইল না। হেয়ার অকুতোভয়ে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের স্বভাব বিলক্ষণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সুতরাং সাহস-সহকারে তাঁহাকে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। রামমোহন রায় স্বভাবসিদ্ধ উদারতা-গুণে এই অনুরোধ রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন না। তিনি সাধারণের উপকারের জন্য আপনার গৌরব ও সম্মান অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া,সাধারণের হিত সাধনের উদ্দেশে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। অবিলম্বে প্রচারিত হইল, রামমোহন রায় বিদ্যালয়ের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিবেন না। হিন্দুগণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন, এবং প্রধান বিচারপতির আলয়ে যাইয়া, প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপনের অভিপ্রায় জানাইলেন।

প্রধান বিচারপতি ডেবিড হেয়ারের এই সাহস ও উদ্যম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইল। আমাদের ব্রাহ্মণ

অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত, এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হয়। ১৮১৬ অব্দের ২৭এ আগষ্ট বিদ্যালয়ের কার্য্য-প্রণালীর নির্দ্ধারণ জন্য এই সভার অধিবেশন হয়। হেয়ার সাহেব এই সভার সভ্য ছিলেন না, তথাপি নিয়মিত সময়ে সভায় আসিয়া সৎ পরামর্শ দিয়া, আপনার কার্য্য-তৎপরতা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি কেবল এইরূপ পরামর্শ দিয়াই নিরস্ত হইলেন না। বিদ্যালয়ের জন্য ক্রমে তাঁহার অসাধারণ যত্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি এই উদ্দেশে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। হেয়ার সাহেবের এইরূপ অসামান্য উৎসাহ, যত্ন ও পরিশ্রমে খ্রীঃ ১৮১৭ অব্দের ২০এ জানুয়ারি কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় (হিন্দু কালেজ) স্থাপিত হইল।

স্বতন্ত্র বাটীর অভাবে হিন্দুকালেজের কার্য্য প্রথমে কলিকাতা গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাখের বাটীতে আরম্ভ হয়। হেয়ার সাহেব প্রতিদিন এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া, উহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পটোলডাঙ্গায় তাঁহার কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল, বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ জন্য তাহার কিয়দংশ তিনি আহ্লাদ সহকারে দান করিলেন। এই স্থলে সংস্কৃত ও

হিন্দুকালেজের বাটী নির্ম্মিত হয়*। হেয়ার সাহেব, পরে হিন্দু বিদ্যালয়ের অবৈতনিক কার্য্য-নির্ব্বাহক সভ্যের পদ গ্রহণ করেন।

যে বৎসর হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসর হেয়ার সাহেব কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী নামে একটী সভা স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের উপযোগী পুস্তক সকল ইংরেজী ও এতদ্দেশীয় ভাষায় প্রণয়ন পূর্ব্বক অল্প অথবা বিনামূল্যে প্রচার করাই, এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সভায় যে কয়েকজন সভ্য ছিলেন, তাঁহারা নূতন বিদ্যালয়ের স্থাপন ও বর্ত্তমান পাঠশালা সমূহের সংস্করণ জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হন। এই উদ্দেশে পরবর্ত্তী বৎসর স্কুল সোসাইটী নামে আর একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। হেয়ার সাহেব ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভার সম্পাদকের কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। সভা তিন শাখায় বিভক্ত হয়। এক শাখা

* হিন্দু কালেজ দীর্ঘকাল গরাণহাটায় থাকে নাই। ইহা পরে চিৎপুরে রূপচরণ রায়ের বাটীতে যায়, এই স্থান হইতে ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে আইসে। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তর উইলসন সাহেবের যত্নে হিন্দু ও সংস্কৃত কালেজের জন্য নূতন বাটী নির্ম্মাণের বন্দোবস্ত হয়। ১৮২৪ অব্দের ২৫এ জানুয়ারি নূতন বাটীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী বৎসর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইয়া উঠে। এই নূতন বাটীর মধ্যভাগে সংস্কৃত কালেজ এবং দুই পার্শ্বে হিন্দু কালেজের কার্য্য হইতে থাকে।

বিদ্যালয় সমূহের সংস্থাপনের ভার, অপর শাখা পাঠশালা সমূহের পরিদর্শনের ভার এবং তৃতীয় শাখা উচ্চতর শিক্ষা দানের ভার গ্রহণ করেন। প্রস্তাবিত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতার স্থানে স্থানে কয়েকটী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল পাঠশালার একটীতে আমাদের দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করেন*। পূর্ব্বোক্ত স্কুল সোসাইটীর যত্নে এই শেষোক্ত পাঠশালার নিকটে এবং পটোলডাঙ্গায় দুইটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় †। যে সকল ছাত্র পাঠশালায় থাকিয়া, ব্যুৎপত্তি লাভ করিত, তাহারা ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক উচ্চতর শিক্ষায় অভিনিবিষ্ট হইত। হেয়ার সাহেব যথাসময়ে এই সকল বিদালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন।

যাহাতে এদেশের লোকে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়, এবং বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে সম্মার্জ্জিত হইয়া, সকলের আদরণীয় হইয়া উঠে, হেয়ার সাহেবের সে বিষয় বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল। সমস্ত কলিকাতা চারি খণ্ডে বিভাগ করা হইয়াছিল; এক এক

* এই স্কুল আড়পুলিতে স্থাপিত ছিল।

† স্কুল সোসাইটীর এই স্কুল এক্ষণে হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জন প্রতিখণ্ডের পাঠশালাগুলি তত্ত্বাবধান করিতেন ‡, ইহাঁরা আপন আপন বাটীতে বৎসরে তিন বার পরিদর্শনাধীন পাঠশালার ছাত্রদের পরীক্ষা লইতেন। সমস্ত পাঠশালার ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে হইত। ইহাঁদের সকলের নিকটেই স্কুলবুক সোসাইটীর প্রকাশিত পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক থাকিত। প্রয়োজন হইলেই এই সকল পুস্তক ছাত্রদিগকে দেওয়া যাইত। উপযুক্ত ছাত্রদিগের কেহ ইংরেজী বিদ্যালয়ে, কেহ বা হিন্দুকালেজে যাইয়া, বিদ্যাভ্যাস করিত। গুরুমহাশয়গণও গুণানুসারে পুরস্কৃত হইতেন। এতদ্ব্যতীত যে সকল ছাত্রেরা ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিত, তাহারা প্রাতে ও বৈকালে পাঠশালায় আসিয়া, বাঙ্গালা ভাষা শিখিত। এইরূপে মাতৃ-ভাষার প্রতি বাঙ্গালিগণের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপে হেয়ার সাহেবের

‡ এই চারি জন পরিদর্শকের মধ্যে বাবু দুর্গাচরণ দত্ত ৩০টী পাঠশালার তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করেন। এই সকল পাঠশালায় প্রায় ৯০০ ছাত্র পড়িত। বাবু রামচন্দ্র ঘোষকে ৪১টী স্কুল দেওয়া হয়, ইহাতে ৮৯৬ জন শিক্ষার্থী ছিল। বাবু উমানন্দন ঠাকুর ৩৬টী পাঠশালা গ্রহণ করেন, ইহাতে প্রায় ৬০০ ছাত্র ছিল। ৫৭টী পাঠশালার পরিদর্শনের ভার রাজা রাধাকান্ত দেবের হস্তে সমর্পিত হয়। ইহাতে ১১৩৬ জন ছাত্র বিদ্যাভ্যাস করিত।

বন্দোবস্তের গুণে এতদ্দেশীয়গণ বাঙ্গালা ও ইংরেজী, উভয় ভাষাতেই কৃতবিদ্য হইয়া উঠিতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে হিন্দু ও অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া, হেয়ার সাহেবকে একখানি অভিনন্দন-পত্র সমর্পণ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির যত্নে এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অভিনন্দন-পত্র সমর্পণ সময়ে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়া, হেয়ার সাহেবকে কহেন "আপনি আমাদের পরমারাধ্যা মাতা; আমাদিগকে স্তন্য দিয়া, বর্দ্ধিত করিতেছেন।" সরল হৃদয় ছাত্রদিগকে এইরূপ সরলভাবে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া, হেয়ার সাহেবের কোমল হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি দণ্ডায়মান হইয়া, স্নেহমধুর স্বরে কহিলেন, "আমি ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিলাম, এস্থানে নানাবিধ সামগ্রী উৎপন্ন হইতেছে; ভূমি প্রচুর শস্যশালিনী, অধিবাসিগণ পরিশ্রমী, উৎকৃষ্ট গুণান্বিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য জনপদের অধিবাসিদিগের সমকক্ষ, কিন্তু বহুশত বৎসরের দৌরাত্ম্য ও কুশাসনে সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার বিলুপ্ত হইয়াছে, এবং দেশ অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই দেশের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য, এতদ্দেশীয়দিগের ইউরোপীয়

শাস্ত্রের অনুশীলন, একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমি এই দেশে যে বীজ বপন করিয়াছি, তাহা হইতে একটী মহাবৃক্ষ সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই মহাবৃক্ষের ফল এক্ষণে আমার চারিদিকে প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে।” অভিনন্দন-পত্র প্রদানের পর ছাত্রেরা চাঁদা করিয়া, হেয়ার সাহেবের একখানি প্রতিকৃতি চিত্রিত করেন। এক্ষণে এই প্রতিকৃতি হেয়ার স্কূলে রহিয়াছে।

হেয়ার সাহেব এইরূপে স্বহস্ত-রোপিত মহাবৃক্ষের ফল দেখিয়া, পরিতৃপ্ত হইলেন, এইরূপে তাঁহার স্নেহাস্পদ ছাত্রগণ সরল হৃদয়ে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। হেয়ার স্বীয় পবিত্র জীবনের এক সাধনায় কৃতকার্য্য হইলেন। কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকট সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম ও যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া, বাঙ্গালিদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, পিতার ন্যায় প্রীতি ও মাতার ন্যায় স্নেহ দেখাইয়া, আপনার দেবপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের জন্য কোনরূপ ব্যবসায়-ক্ষেত্র প্রসারিত করিতে পারেন নাই। মহামতি হেয়ার এক্ষণে এই সাধনায় সিদ্ধ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালিগণ যাহাতে ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাধীনভাবে জীবিকা

নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহার জন্য কোনরূপ শিক্ষা-লয় স্থাপন করিতে, তিনি এক্ষণে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলেন। এই সময়ে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তা ছিলেন। হেয়ার সাহেব প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। প্রস্তাবিত সময়ে এতদ্দেশীয়দিগকে চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য একটা কালেজ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হয়। বেণ্টিঙ্ক এদেশের একজন প্রকৃত হিতৈষী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া, মেডিকেল কালেজ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয়েরা মৃত দেহ স্পর্শ বা ব্যবচ্ছেদ করিবে কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইলেন; চিরন্তন ধর্ম্ম হানির আশঙ্কা করিয়া, কেহ হিন্দুদিগের নিকট এবিষয়ের প্রস্তাব করিতেও সাহসী হইলেন না। কিন্তু হেয়ারের চেষ্টা ও আগ্রহ হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, উহা অমূলক সন্দেহ বা সামান্য আশঙ্কায় তিরোহিত হইল না! এক দিন হেয়ার সাহেব একান্তে এই বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে মধুসূদন গুপ্ত* তথায় উপস্থিত হইলেন। হেয়ার সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মধু! শব ব্যবচ্ছেদের সম্বন্ধে হিন্দুদের পক্ষ হইতে কি কোন আপত্তি হইবে?" মধুসূদন

* ইনি সংস্কৃত কালেজে চিকিৎসা শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

গম্ভীরভাবে বিলক্ষণ দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন, "আপত্তি উপস্থিত করিলে পণ্ডিতেরা বিচারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবেন।" হেয়ারের মুখ-মণ্ডল প্রসন্ন হইল, লোচনদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া, হৃদয়ের অবির্ব্বচনীয় সন্তোষ বাহির করিয়া দিতে লাগিল। হেয়ার প্রফুল্লমুখে কহিলেন, "আমি কল্যই লর্ড বেণ্টিঙ্কের নিকট যাইয়া, এ বিষয় বলিব। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হইল। মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে শব ব্যবচ্ছেদ করিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধাস্পদ হইলেন। তাঁহার চিত্রিত প্রতিকৃতি মেডিকেল কালেজের গৃহ অলঙ্কৃত করিল। হেয়ারের উত্তেজনায় অনেক ছাত্র হিন্দু কালেজ ও তাঁহার নিজের স্কুল হইতে মেডিকেল কালেজে প্রবিষ্ট হইল। হেয়ার এই কালেজের কার্য্য-সম্পাদক হইলেন। তিনি প্রতিদিন অন্যান্য বিদ্যালয়ের ন্যায় মেডিকেল কালেজেও আসিয়া, ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন। এতদ্ব্যতীত হাঁসপাতালে যে সমস্ত রোগী থাকিত, যথানিয়মে তাহাদের শুশ্রূষা করিতেও ক্রটী করিতেন না। কিরূপে রোগীরা আরামে থাকিতে পারে, কিরূপে তাহাদের সমুদয় জ্বালা যন্ত্রণার নিবারণ হয়, তৎ প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। হেয়ার এই সকল কার্য্যে কিছুমাত্র বিচলিত বা অসন্তুষ্ট হইতেন না। তিনি পরের

উপকার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পরের উপকার সাধিত হইলেই জীবনের সার্থকতা অনুভব করিতেন।

হেয়ার মেডিকেল কালেজের জন্য যে, অকাতরে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলের হৃদয়েই গাঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। কালেজ স্থাপিত হওয়ার কিছুকাল পরে ডাক্তর ব্রামলী সাহেব একটী বক্তৃতায় হেয়ার সাহেবের এই সমস্ত গুণের উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে কহিয়াছিলেন, "হেয়ার সাহেবের উৎসাহে ও সাহায্যে কালেজ অনেক পরিমাণে উপকৃত হইয়াছে, কালেজ স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে তিনি স্বভাবসিদ্ধ উদারতা ও কার্য্য-তৎপরতা-গুণে যে সকল পরামর্শ দিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার দর্শিয়াছে। অধ্যাপনার সময় তিনি উপস্থিত থাকিয়া, ছাত্রদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমার এক এক সময়ে বোধ হইয়াছে যে, কালেজ রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু মহামতি হেয়ার কিছুতেই বিচলিত হন নাই। তিনি প্রগাঢ় পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক কালেজকে সমুদয় বিঘ্ন বিপত্তি হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ফলে হেয়ার সাহেবের সাহায্য ব্যতীত কখনই এই চিকিৎসা-বিদ্যালয় স্থাপন করা যাইত না। এজন্য তাঁহার নিকট আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।" ডেবিড হেয়ার স্বদেশীয় ও

বিদেশীয়, সকলের এইরূপ শ্রদ্ধাস্পদ হইয়াছিলেন, সকলেই সরলভাবে তাঁহার প্রতি এইরূপ সম্মান ও আদর প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার অসাধারণ গুণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন হইতে থাকে। বাঙ্গালী, ইংরেজ, সকলেই এই উদ্দেশ্যে একত্র সম্মিলিত হন। খ্রীঃ ১৮২০ অব্দের পূর্ব্বে কলিকাতায় জুবিনাইল সোসা-ইটী নামে একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সভা স্ত্রী-শিক্ষার ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শ্যামবাজার, জানবাজার ও ইটেলীতে এক একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী-শিক্ষার এক জন প্রধান উৎসাহ-দাতা ছিলেন। তিনি এই সময়ে "স্ত্রী-শিক্ষা বিধায়ক" নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া, উক্ত সভায় দান করেন। এই পুস্তকে প্রদর্শিত হয় যে, নারী জাতিকে শিক্ষা দেওয়া উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদিগের চিরন্তন ধর্ম্ম। প্রাচীন সময়ে অনেক নারী সুশিক্ষিতা ছিলেন। এক্ষণে স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলে আমাদের দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবে। সভা এই পুস্তক মুদ্রিত করিবার সঙ্কল্প করেন। স্ত্রী শিক্ষার উন্নতির জন্য সভার চেষ্টা নিষ্ফল হয় নাই। ক্রমে এ বিষয়ের উৎকর্ষ হইতে থাকে। হেয়ার সাহেব

নিয়মিত রূপে অর্থ দিয়া, সভার সাহায্য করিতেন। বালকদিগের শিক্ষাকার্য্যের ন্যায় বালিকাদিগের শিক্ষা-কার্য্যের প্রতিও তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল।

হেয়ার কেবল শিক্ষাকার্য্যের শৃঙ্খলা-বিধানেই সময় ক্ষেপ করিতেন না। সে সময়ে দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত, তৎসমুদয়েই তিনি লিপ্ত থাকিতেন। প্রসিদ্ধ মিশনরী কেরি ও মার্শ-মান সাহেব একটী সভা স্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করেন, ডেবিড হেয়ার এই সভায় নিয়মিতরূপে চাঁদা দিতেন। যাহাতে সাধারণে স্বাধীনভাবে সংবাদপত্রে লিখিতে পারে, তজ্জন্যও তিনি অনেক চেষ্টা করেন। কুলী-দিগকে তাহাদের বিনা সম্মতিতে অনেক দূর দেশে পাঠান হইত। এইরূপ অনেকগুলি কুলী মরিসস্ দ্বীপে যাইবার জন্য কলিকাতায় আবদ্ধ ছিল; হেয়ার সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া, পুলিষের সাহায্যে তাহাদিগকে বিমুক্ত করেন।

ডেবিড হেয়ার বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী ও মিতাচরী ছিলেন, তাঁহার কিছুই বিলাস-প্রিয়তা ছিল না; সামান্য অশন বসনেই তিনি পরিতৃপ্ত থাকিতেন। তিনি আমাদের দেশের সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল ও মদ্গুর মৎস্য বড় ভাল বাসিতেন। আপনার সুখ সমৃদ্ধির দিকে তাঁহার

বড় দৃষ্টি ছিল না। পরসুখে তাঁহার সুখ ও পরদুঃখে তাঁহার দুঃখ হইত। তিনি সর্ব্বদা প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের মিতাহারের প্রশংসা করিতেন। তাঁহার আত্মা সর্ব্বদা পরদুঃখ বিমোচনে যত্নপর থাকিত। তিনি নিজে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই আমাদের দেশের উপকারের নিমিত্ত ব্যয় করেন। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, অর্থের অনটন হইলেও তাহা হইতে কখন স্খলিত হইতেন না। তাঁহার এক জন হিতৈষী বন্ধু চীন দেশে ব্যবসায় করিতেন; তিনি এই বন্ধুর নিকট হইতে অর্থ আনিয়া, আমাদের উপকারার্থে ব্যয় করেন। হিন্দুকালেজের দক্ষিণে ও পশ্চিমে তাঁহার অনেক ভূমি ছিল, আমাদের জন্য তিনি এই সকল ভূমি বিক্রয় করিতেও কাতর হন নাই। এই রূপ হিতৈষিতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, এইরূপ হিতৈষিতা তাঁহাকে পবিত্র জীবনের মহত্তর কার্য্য সাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

হেয়ার প্রতিদিন বেলা দশটার সময় পাল্কিতে স্কুল ও কালেজ দেখিতে আসিতেন। তাঁহার পাল্কি একটী ক্ষুদ্র ঔষধালয় ছিল। ইহাতে সমুদয় প্রয়োজনীয় ঔষধই সজ্জিত থাকিত। তিনি স্কুলে আসিয়া, প্রথমে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির বহি খানি দেখিতেন। যে যে বালক অনুপস্থিত থাকিত, অবিলম্বে

তাহাদের অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন, কেহ বাড়ীতে পীড়িত থাকিলে, যথাযোগ্য ঔষধ দিয়া, তাহার শুশ্রূষা করিতেন। কাহাকেও বাড়ীতে না পাওয়া গেলে সকল স্থানে অনুসন্ধান করিয়া, ধরিয়া আনিতেন এবং বিবিধ সদুপদেশ দিয়া, তাহাকে সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিতেন। এইরূপে তাঁহার অসাধারণ বাৎসল্যে পীড়িতগণ চিকিৎসিত ও উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতির বালক-গণ সুশৃঙ্খল হইত। তিনি ছাত্রদের অমিতাচার বা দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দেখিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার গুণে সে সময়ের বালকদের এই সমস্ত দোষ তিরোহিত হইয়া আইসে। তিনি কখনও কোন অন্যায় ব্যবহারের বিবরণ শুনিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতেন। একদা তিনি শুনিতে পাই-লেন, কোন ধনীর একটী পুত্র একখণ্ড কাগজে কোন বালকের কুৎসা লিখিয়া, কালেজের গৃহের থামে লাগাইয়া দিয়াছে। হেয়ার রাত্রিতে এই সংবাদ পাইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র সেই রাত্রিতেই লণ্ঠন হস্তে করিয়া, কালেজে যাইয়া, কাগজখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন।

যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ধনি-সন্তানদিগের সংসর্গে থাকিয়া, দুষ্ট-স্বভাব না হয়, তৎপ্রতি হেয়ার সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি

অনেক বালককে এই অসৎপথ হইতে নিবারিত করেন। যে সকল বালক অসন্মার্গ-গামী ছিল, অথবা যাহাদের প্রতি কোন রূপ সন্দেহ জন্মিত, হেয়ার সাহেব সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি হঠাৎ তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইতেন, বাড়ীতে না পাওয়া গেলে, যেখানে থাকুক, অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে আপনার নিকটে আনিতেন। বালকদের প্রতি তাঁহার পুত্রাধিক স্নেহ ছিল। যে সকল বালক অর্থাভাবে পড়িতে পারিত না, তিনি তাহাদিগকে অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন, যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থানে অসমর্থ, তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দিয়া, বিদ্যাভ্যাস করাইতেন, পটোল-ডাঙ্গার স্কুল সোসাইটীর স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকা-দির ব্যয় তিনি আপনা হইতে দিতেন। যাহারা সুশি-ক্ষিত হইয়া, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইত, তিনি তাহা-দিগকে কর্ম্ম দিয়া, সংসারী করিয়া তুলিতেন। বালক-দিগের পীড়ার সংবাদ যথাসময়ে না পাইলে, তাঁহার কোমল হৃদয়ে নিদারুণ কষ্টের সঞ্চার হইত! যথা-সময়ে ও যথানিয়মে তাহাদের শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিতে পারিলেই তিনি আপনাকে সুখী জ্ঞান করি-তেন। আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার মমতা ও স্নেহ এত প্রবল ছিল যে, তিনি শোক-দুঃখে পীড়িত হইলেও সর্ব্বদা সমাহিত থাকিয়া, আপনার ব্রতধর্ম্ম রক্ষা করি-

তেন। স্বদেশে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হয়, এই সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি গলদশ্রুলোচনে একটী ছাত্রকে কহিলেন, তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতা ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই কথা বলিবা মাত্র তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বাষ্প-নিরুদ্ধকণ্ঠে কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া, ছাত্রের হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল, কিন্তু হেয়ার স্বাভাবিক আত্মসংযম-বলে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ভ্রাতৃবিয়োগ-শেল তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়রূপে বিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি সর্ব্বদা সমাহিত-চিত্ত থাকিতেন, ছাত্রেরা বিরক্ত করিলেও হৃদয়ের কোন রূপ চাঞ্চল্য প্রদর্শন করিতেন না।

হেয়ার প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৮টার সময় গাত্রোত্থান করিতেন। রবিবার কি কোন পর্ব্বাহে আমাদের দেশের লোকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহ দর্শকশ্রেণীতে পরিপূর্ণ থাকিত। অল্পবয়স্ক বালকেরা অম্লানভাবে সহাস্য বদনে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। তিনি তাহাদিগকে পুতুল প্রভৃতি ক্রীড়ার সামগ্রী ও সচিত্র পুস্তক দিয়া, আমোদিত করিতেন।

তাঁহার পবিত্র গৃহ এই সমস্ত পবিত্র-স্বভাব বালক-দিগের ক্রীড়া-ভূমি ছিল। শিশুর অমৃতময় কমনীয় কান্তি, যুবকের স্ফূর্ত্তিশীল তেজস্বিনী লক্ষ্মী, বৃদ্ধের প্রশান্তময় সৌম্যভাব তাঁহার গৃহের অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করিত। এইরূপে কোমল প্রাভাতিক লক্ষ্মী, তেজঃপূর্ণ মধ্যাহ্ন-শ্রী ও শান্তিময়ী সায়ন্তন শোভায় পুণ্যশীল ডেবিড হেয়ার পুলকিত থাকিতেন, এইরূপে তাঁহার আবাস-ভূমি নিরন্তর স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ রহিত।

ছাত্রদিগকে পরিষ্কৃত রাখিতে হেয়ার সাহেবের বিশেষ যত্ন ছিল। তিনি প্রতিদিন স্কুলের ছুটীর সময় একখানি তোয়ালে হস্তে করিয়া, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এবং এই তোয়ালে দ্বারা ছাত্রদের হস্ত পদাদি পরিষ্কার করিয়া দিতেন। যে সকল ছাত্র অপরিষ্কৃত থাকিত, তাহারা এইরূপে পরিচ্ছন্ন হইতে অভ্যাস করিত। হেয়ার যে সময়ে ও যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, এতদ্দেশীয়দিগের বিপদের সংবাদ পাইলে কখনই সুস্থির থাকিতেন না। একদিন অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে প্রচণ্ড ঝড় হইতেছিল, সন্ধ্যার পর ঝটিকার বেগ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল, এমন সময়ে সংবাদ আসিল, বাগবাজারের একটী ছাত্র জ্বরে সাতিশয় পীড়িত হইয়াছে। সংবাদ পাইবামাত্র

হেয়ার উদ্বিগ্নচিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও প্রবল ঝটিকার মধ্যে একখানি সামান্য গাড়ি ভাড়া করিয়া, তিনি বাগবাজারে উপনীত হইলেন, এবং তথায় দুই ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত পীড়িতের সুশ্রূষাদি করিয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হেয়ার বিলক্ষণ বলশালী ছিলেন। তিনি কেবল দৈহিক বিক্রমের উপর নির্ভর করিয়া, অনেক অসম-সাহসিক কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেন। একদা হেয়ার, স্কুলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন, একজন গোরা কোন ছাত্রের গাড়ি ভাঙ্গিয়া, প্রস্থান করিয়াছে। সমীপবর্ত্তী লোকে কেহই এই গোরাকে ধরিতে পারিল না। কিন্তু হেয়ার তীরবেগে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া, থানায় পাঠাইয়া দিলেন। অন্য সময়ে কয়েক জন তস্কর একটী বালকের আভরণ অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল; হেয়ার ইহা জানিতে পারিয়া, ধৃত করিবার জন্য তাহাদের অনুসরণ করেন। ইহাতে তস্করেরা তাঁহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করে। হেয়ার কিছুদিন এই জন্য শয্যা-শায়ী ছিলেন।

হেয়ার পরের ক্লেশ অথবা অসুবিধা দেখিতে পারিতেন না। একদা তিনি সন্ধ্যার সময় বাটীতে বসিয়া আছেন, অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি হইতেছে; এমন সময়ে

চন্দ্রশেখর দেব * ভিজিতে ভিজিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। হেয়ার ইহা দেখিয়া, শশব্যস্তে আপনার টেবিলের কাপড় তাঁহাকে পরিতে দিয়া, তাঁহার আর্দ্র বস্ত্র নিজ হাতে নিংড়াইয়া শুকাইতে দিলেন। অধিক রাত্রিতে বৃষ্টি ধরিয়া গেল। হেয়ার সন্দেশ আনাইয়া, চন্দ্রশেখরকে খাইতে দিলেন। পরে স্বয়ং একগাছি সুদৃঢ় যষ্টি ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, বাড়ীতে রাখিয়া আসিলেন।

দুর্গোৎসবের সময় হেয়ার নিঃস্ব বালক ও তাহাদের মাতা ও ভগিনীদিগকে কাপড় দিতেন। তিনি সমুদয় দরিদ্র ছাত্র এবং তাহাদের দুঃখিনী জননী প্রভৃতির অন্নদাতা ও মঙ্গল-বিধাতা ছিলেন। কাহারও কোনরূপ কষ্ট দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ শেল বিদ্ধ হইত। একদা একটী অনাথা নারী আপনার পুত্রকে স্কুলে ভর্ত্তি করিবার জন্য তাঁহার নিকট আইসে। শ্রেণীতে স্থান না থাকাতে, তিনি বিধবার মনোরথ পূর্ণ করিতে অসম্মত হন। দুঃখিনী ইহাতে নিরুত্তর হইয়া, রোদন করিতে করিতে তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করে। কিন্তু নিরাশ্রয়া বিধবার রোদন-ধ্বনি হেয়ারের সহনীয় হইল না। দয়া ও

---

* ইনি একজন বিখ্যাত ডেপুটী কালেক্টার ছিলেন। আইনে ইহাঁর বিশিষ্ট পারদর্শিতা ছিল। সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

উপচিকীর্ষা যেন হস্ত প্রসারণ করিয়া, তাঁহাকে বিধবার অশ্রু বিমোচন করিতে সঙ্কেত করিল। নিকটে এক জন আমাদের দেশীয় ভদ্র-সন্তান বসিয়াছিলেন। হেয়ার তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, দুঃখিনী বিধবার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনাথা সন্তানের সহিত আবাস-কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া, অবনত মস্তকে তাহার নিকট দণ্ডায়মান হইল। তাহার মুখ হইতে একটী কথাও বহির্গত হইল না, কেবল কপাল বহিয়া বাষ্প বারি বিগলিত হইতে লাগিল। এই শোচনীয় দৃশ্যে হেয়ার সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। যে রূপেই হউক, দুঃখিনী নারীর কষ্ট দূর করা এক্ষণে তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্তকাল নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া, পরে আন্তরিক স্নেহ-প্রকাশক মধুর স্বরে অনাথাকে কহিলেন, "ভদ্রে! রোদন করিও না। আমি অদ্য হইতে তোমার সন্তানের বিদ্যা শিক্ষার ভার লইলাম। যাবৎ তোমার সন্তান শিক্ষিত ও উপার্জ্জন-ক্ষম না হয়, তাবৎ আমি তোমাদের ভরণ পোষণের জন্য মাসে মাসে চারিটী টাকা দিব।" অনাথা দয়াময় মহাপুরুষের এই বাক্যে পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর রহিল, পূর্ব্ববৎ অবিরল ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল। ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা যেন তরলিত হইয়া, অশ্রুরূপে দেখা দিল। হেয়ার আর

সে স্থানে থাকিলেন না। আশীর্ব্বাদ ও প্রশংসা-ধ্বনি শুনিবার পূর্ব্বেই তিনি বিধবার নিকট বিদায় লইলেন।

কিন্তু করুণার এই মোহিনী মূর্ত্তি দীর্ঘকাল রোগ-শোক ও দারিদ্র্য-পূর্ণ পার্থিব জগতে আপনার শান্তি-ময়ী ছায়া প্রসারিত রাখিতে পারিল না। দুরন্ত কাল আসিয়া ইহার শত্রুতা সাধিল। হেয়ার ঐহিক জীবনের চরম সীমায় উপনীত হইলেন। ১৮৪২ অব্দের ৩১এ মের রাত্রিতে তাঁহার উলাউঠা হয়। রোগের প্রারম্ভেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তিম কাল আসন্ন হইয়াছে। এজন্য তিনি পূর্ব্বেই একটী শবাধার প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য, আপনার প্রধান পরিচারক দ্বারা গ্রে সাহেবের নিকট বলিয়া পাঠান। পর দিন বেলেস্তারার জ্বালায় তিনি অব-সন্ন হইয়া পড়েন; ভয়ঙ্কর যতনা সহিতে না পারিয়া, চিকিৎসকদিগকে কাতরভাবে কহেন, "আমাকে শান্ত-ভাবে শান্তিধামে যাইতে দেও।" কিছুক্ষণ পরে তাঁহার শরীর স্তম্ভিত হইয়া আসিল, চক্ষু নিমীলিত হইয়া পড়িল, করুণার মোহিনী মূর্ত্তি বৃন্ত-চ্যুত কুসুমের ন্যায় ম্লান হইয়া গেল। পরহিতৈষী ডেবিড হেয়ার পর দেশের সন্তানদিগকে অপার দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া, লোকান্তরিত হইলেন।

মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হইবা মাত্র সকলেই গ্রে সাহেবের বাটীতে আসিতে লাগিল। সকলের মুখই বিবর্ণ, সকলেই করুণাময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার বিয়োগে নেত্র-জলে প্লাবিত; ক্রমে সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইল। ডেবিড হেয়ারের দেহ স্বাভাবিক বেশে সজ্জিত হইয়া, শবাধারে স্থাপিত ছিল; তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, নেত্রদ্বয় নিমীলিত; অল্পবয়স্ক বালকেরা সম্মুখে আসিয়া, নীরবে দণ্ডায়মান হইল এবং নীরবে ও ভক্তিভাবে তাঁহার বদন স্পর্শ করিয়া, বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। এই দিন আকাশমণ্ডল ঘোরতর মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল; তথাপি সাধারণে তাঁহার শবের অনুগমন করিতে কিছুমাত্র কাতর হইল না। ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাক্কালে হেয়ারের দেহ যথানিয়মে হিন্দুকালেজের সম্মুখে সমাহিত হইল। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা প্রত্যেকে এক একটী টাকা চাঁদা দিয়া, তাঁহার সমাধির উপর একটী সুদৃশ্য স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দিল। এই টাকা এত অধিক হইয়াছিল যে, শেষে কতক চাঁদা আদায় করা আবশ্যক হইল না।

আমাদের দেশের কৃতবিদ্যগণ ডেবিড হেয়ারের স্মরণার্থ অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে এই প্রতিমূর্ত্তি হেয়ার

স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কালেজের মধ্যভাগে অবস্থিত রহিয়াছে। প্রতি বৎসর হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিবসে একটী প্রকাশ্য সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। এই সভায় নানাবিষয়ে বক্তৃতা ও হেয়ার সাহেবের গুণোৎকীর্ত্তন হয়। এতদ্ব্যতীত হেয়ার সাহেবের নামে একটী কমিটী আছে। এই কমিটীর সাহায্যে মহিলাদিগের পাঠোপযোগী গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়া-থাকে। এইরূপে আমাদের দেশীয়গণ অনেক বিষয়ে হেয়ার সাহেবের পবিত্র নাম সংযোজিত করিয়া, আপনাদের আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইয়াছেন।

ডেবিড হেয়ারের চরিত্র অতি মহৎ ও পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ। অপরিসীম দয়া ও প্রগাঢ় সাধুতা তাঁহার পবিত্র জীবনে প্রতিভাসিত হইয়াছে। তিনি বিদেশে আসিয়া, বিদেশী লোকের উপকারার্থ আপনার ধন ও জীবন সমস্তই উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পরোপকার-কার্য্যে কখনও তাঁহার কোনরূপ বিরাগ দেখা যায় নাই। তিনি বাঙ্গালিদিগকে যেমন পিতার ন্যায় সুশিক্ষা দিতেন, সেইরূপ মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া, তাহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া তুলিতেন। স্বীয় জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে তাঁহার হৃদয় কিছুতেই অবসন্ন হইত না, সদিচ্ছা কিছুতেই প্রতিহত হইতনা, এবং গভীর ন্যায়-বুদ্ধি কিছুতেই কোনপ্রকার পার্থিব পঙ্কে কলুষিত

ইয়া পড়িত না। তিনি ঘড়ির কার্য্য হইতে ক্ষান্ত
ইয়া, সামান্যরূপ ব্যবসায় করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য
ল, যদি এই ব্যবসায়ে কিছু লাভ করিতে পারেন,
াহা হইলে তৎসমুদয় পরের উপকারার্থে সমর্পণ
রিবেন। কিন্তু শেষে তাঁহার সকল টাকা নষ্ট হয়,
তনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার একটী
ার্দ্ধ-নির্ম্মিত বাটী ছিল। তিনি সেই বাটীটী কোন
পে গাঁথিয়া, উত্তমর্ণদিগকে দিয়া, নিজে গ্রে সাহেবের
াটীতে আসিয়া থাকেন। তিনি আমাদের দেশের এক-
ন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন। এই বন্ধুতা তাঁহার মানবী প্রকৃ-
তকে দেবভাবান্বিত এবং হৃদয়কে পবিত্র প্রেমে
মধুর করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার যত্নে ও আগ্রহে
ামাদের দেশে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে।
ই শিক্ষার বলে এক্ষণে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের
ধিকারী হইয়া, সভ্য জগতের নিকট গৌরব ও সম্মান
াভ করিতেছি। বৈদেশিক মহাপুরুষের এই পবিত্র
হতৈষিতা ও অনবদ্য প্রেম অনন্তকাল জীবলোককে
াহার্থ ভাবের উপদেশ দিবে।

ডেবিড হেয়ার নিঃস্বার্থভাবে আমাদের দেশের যে
পকার করিয়াছেন, রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ সরল হৃদয়ে
ৎসমুদয় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিভাগের
বজ্ঞাপনীতে হেয়ার সাহেবের সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

হেয়ার ছোট আদালতের কার্য্য-ভার পাইয়া, বিদ্যালয়ের প্রতি কিছুমাত্র ঔদাসীন্য দেখান নাই। তিনি প্রতিদিন স্কুলে যাইয়া, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন। যে কোন উপায়ে হউক, ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকার সাধনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তিনি ধীরভাবে ছাত্রদের বক্তব্য শুনিতেন, আমোদের সময় সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেন, এবং সস্নেহে তাহাদিগকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া, সন্তুষ্ট করিয়া তুলিতেন। কেহ পীড়িত হইলে তিনি ঔষধ লইয়া, তাহার শুশ্রূষা করিতে যাইতেন, এবং কেহ কোন কার্য্যের জন্য লালায়িত হইলে, যথাশক্তি তাহার সাহায্য করিতেন। এইরূপে সকল ছাত্রের প্রতিই তাঁহার পিতৃভাব ছিল; তিনি সকলের মঙ্গলের জন্যই সর্ব্বদা যত্নশীল ছিলেন। হিন্দু মহিলাগণও তাঁহাকে পিতা অথবা ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন, এবং অসঙ্কুচিত চিত্তে তাঁহার সহিত পরমর্শ করিতেন। এই সাধু পুরুষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও কোন সন্দেহ করিতেন না। তাঁহাদের সন্তানগণের কল্যান বিধানই যে,ইহাঁর একমাত্র ব্রত, ইহা তাঁহারা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিযাছিলেন।

অনেকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন যে, হেযার যদিও উচ্চ শিক্ষার এক জন প্রধান বন্ধু ছিলেন,তথাপি তিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত ছিলেন না। এই নির্দ্দেশ সর্ব্বাংশে সমীচীন নহে। হেয়ার সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয় জানিতেন, সরল ভাবে সরল ভাষায়, সুযুক্তির সহিত নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতেন, এবং উৎকৃষ্টরূপে প্রশংসা-পত্র ও পত্রাদি লিখিতে সমর্থ হইতেন। অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি তাঁহার আয়ত্ত ছিল। কিন্তু তাঁহার শিক্ষা অপেক্ষা তাঁহার সারল্য ও তাঁহার সাধুতা তাঁহাকে উচ্চতর গ্রামে আরোহিত করিয়াছিল।

এতদ্দেশীয়গণ কখনও ডেবিড হেয়ারকে বিস্মৃত হইতে

পারিবেন না। ইহাঁরা অশ্রু মোচন পূর্ব্বক হৃদয়গত শোক প্রকাশ করিতে করিতে সমাধি-স্থলে তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ইহাঁরা তাঁহার স্মরণার্থ, অনেক বিষয়ে আপনাদের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন। প্রতি বৎসর তাঁহার মৃত্যুর তারিখে ইহাঁরা এই উদ্দেশে একটী প্রকাশ্য সভায় সমবেত হন। এই চিরাগত পদ্ধতি ডেবিড হেয়ারের অল্প গৌরব-কর স্মরণ-চিহ্ন নহে।

এতদ্দেশীয়গণ ডেবিড হেয়ারকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। কালের কঠোর আক্রমণে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির ধ্বংস হইতে পারে, তাঁহার সমাধি-স্তম্ভ মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম এবং তাঁহার পবিত্র চরিত্র কখনও এতদ্দেশীয়দিগের স্মৃতি-পট হইতে স্খলিত হইবেনা।

পরোপকারিণী অবলা

সারা মার্টিন।

যে গুণ অবলা-কুলের মনোহর ভূষণ, যে গুণে অবলা-কুল মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা হইয়া, রোগ শোকময় সংসারে সুখ ও শান্তির রাজ্য বিস্তার করেন, সারা মার্টিন সে গুণে চিরকাল অলঙ্কৃত ছিলেন। তিনি দয়া ও পরের উপকারে পৃথিবীতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। নারী-সমাজে প্রায় কেহই তাঁহার ন্যায় অটল বিশ্বাসের সহিত কার্য্য করিয়া, দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতে পারেন নাই, শোক-সন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিতে পারেন নাই এবং দুরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলদিগকে সৎ পথ দেখাইতে সমর্থ হন নাই। সারা মার্টিন দুঃখীর স্নেহ-ময়ী মাতা এবং দুর্ব্বৃত্তদিগের হিতকারী উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার কার্য্যে পবিত্র দেবভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরের উপকারের জন্য জন্মিয়া ছিলেন, এবং পরের উপকার করিয়াই আপনার জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন।

বিলাতে ইয়ারমাউথ নামে একটী নগর আছে। এই নগরের তিন মাইল দূরে কেইষ্টার নামে এক খানি পল্লী গ্রাম দেখিতে পাওযায়। গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা সাতিশয় মনোহর। চারিদিকে হরিদ্বর্ণ তরু-

সকল শ্রেণীবদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে পল্লবিত লতা-সমূহ অবনত থাকিয়া, বৃক্ষ-শ্রেণীকে অধিকতর রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। বিহঙ্গকুল এই সকল তরুবরের শাখায় শাখায় বসিয়া, মধুর স্বরে গান করে। সময়ে সময়ে বৃক্ষ ও লতা-নিকুঞ্জের প্রস্ফুটিত কুসুম-রাজি গ্রামের অপূর্ব্ব শোভা বিকাশ করিয়া থাকে। গ্রাম খানি যেন প্রকৃতির ক্রীড়া-কানন; দূর হইতে দেখিলে ইহা শান্ত-রসাস্পদ তপোবন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

প্রকৃতির এই ক্রীড়া-ভূমিতে খ্রীঃ ১৭৯১ অব্দে সারা মার্টিনের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না, সামান্য ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সারা জনক-জননীর এক মাত্র সন্তান। কিন্তু তাঁহারা দীর্ঘকাল এই কন্যা-রত্নকে লইয়া, সংসারের সুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। দুরন্ত কাল আসিয়া, এই সুখ অপহরণ করে। সারার বাল্যদশাতেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তদীয় বৃদ্ধা পিতামহী তাঁহার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন। এই বৃদ্ধা সারাকে বড় ভাল বসিতেন। পিতৃমাতৃহীন দুঃখী সন্তান কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম যত্নে ও স্নেহে রক্ষিত হইতে থাকে।

বাল্যাবস্থায় সারা মার্টিন সাতিশয় কোমল-প্রকৃতি ছিলেন। বিনয়, সারল্য ও পবিত্রতার চিহ্ন তাঁহার প্রসন্ন মুখ-মণ্ডলে নিয়ত বিরাজ করিত। তিনি প্রকৃতির মনোরম শোভা দেখিতে বড় ভাল বাসিতেন; বাস-গ্রামের বৃক্ষ-বাটিকায় বসিয়া, বন-বিহঙ্গের সুললিত গান শুনিতে তাঁহার বড় আমোদ জন্মিত। কোমল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় কোমল করিয়াছিল, পবিত্র কুসুম-স্তবক তাঁহাকে পবিত্র ভাবে থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিল এবং সরল গ্রাম্যভাব তাহাকে সরলতা দেখাইতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাঁহার আবাস-কুটীরের নিকটে কোনরূপ বিলাসের তরঙ্গ বা অপবিত্র ভাবের আবিলতা ছিল না। স্নিগ্ধ ও মধুর প্রকৃতির সহিত সকলই স্নিগ্ধতা ও মধুরতায় পূর্ণ ছিল। সারা এই রমণীয় ও পবিত্র স্থানে লালিত হইয়াছিলেন, এই রমণীয় ও পবিত্র ভাব জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

পল্লীগ্রামের বিদ্যালয়ে সচরাচর যেরূপ শিক্ষা হইয়া থাকে, সারা মার্টিনের শিক্ষা তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই। তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহের কিছু সংস্থান ছিল না; সুতরাং অল্প বয়সেই তাঁহাকে বিদ্যা-লয় ছাড়িয়া, কোনরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়া ছিল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে সারা পরিচ্ছদ-নির্ম্মাণ-

প্রণালী শিখিতে আরম্ভ করেন। এক বৎসর এই কার্য্য শিখিয়া, তিনি অনেকের বাটীতে যাইয়া পরিচ্ছদ যোগাইতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্য্যে যে লাভ হইত, তাহাতেই কোনরূপে তাঁহার ও তদীয় দুঃখিনী বৃদ্ধা পিতামহীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইতে থাকে। কিন্তু সারা কেবল কাপড় যোগাইয়াই জীবিত কাল নিঃশেষিত করেন নাই। যে পবিত্র ও মহৎ কার্য্যের জন্য তিনি সাধারণের বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এক্ষণে সেই কার্য্য করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তের বৎসর কাল কাপড়ের ব্যবসায় করিয়া, তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহার উদ্যম ও তাঁহার অধ্যবসায় কিছুতেই অন্তর্হিত হইল না। সুসময় সম্মুখবর্ত্তী হইল, অটল বিশ্বাসের সহিত সারা জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন।

ইয়ারমাউথ নগরে একটী কারাগার ছিল। কারাগারে দুষ্ট স্বভাবের কয়েদীগণ অবরুদ্ধ থাকিত। এই সময়ে তাহাদের অবস্থা যার পর নাই শোচনীয় হইয়া উঠে। তাহারা কেবল মারামারি করিয়া, জুয়া খেলিয়া বা পরের কুৎসা করিয়া, সময় ক্ষেপ করিত। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কতকগুলি গৃহ ছিল; এই সকল গৃহে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যের আলোক বা বায়ু প্রবেশ করিতে পারিত না; হতভাগ্য অপরাধিগণ এই আলোক-

শূন্য ও বায়ু-শূন্য গৃহে নিরুদ্ধ থাকিত। শীতকালে এই সকল স্থানে তাহারা কিয়দংশে উত্তাপ পাইত বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তাহাদের যাতনার অবধি থাকিত না। উত্তাপের সময় গবাক্ষ-রহিত স্বল্প-পরিসর স্থানে থাকিয়া তাহারা নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিত। এই শোচনীয় স্থানে তাহাদের কেহ শিক্ষাদাতা ছিল না, পবিত্র দিনে সংযত-চিত্ত হইয়া কেহ তাহাদের মঙ্গলের জন্য করুণাময় ঈশ্বরের উপসানা করিতনা। তাহারা ঘোর অন্ধকারময় স্থানে অজ্ঞানের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। তাহারা যে গুরুতর পাপ করিয়া, এই দুঃসহ যাতনা পাইতেছে, যে পাপ তাহাদের জীবন অপবিত্র ও ভবিষ্য সুখের পথ কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার জন্য কাতর ভাবে অনুতাপ করিতে তাহাদের কখনও প্রবৃত্তি হইত না। পরের অনিষ্ট করিলে কি ক্ষতি হয়, ঈশ্বরের মঙ্গলময় নিয়মের বিরোধী হইলে, কতদূর প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়, পবিত্র মানব জীবনের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলে কি পরিমাণে যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা তাহারা বুঝিত না। মঙ্গল-বিধাতা ঈশ্বর তাহাদিগকে যে উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, সে উদ্দেশ্যের মহান্ ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহাদের কোনও শক্তি ছিল না। তাহারা অপবিত্র ভাবে কারাগারে প্রবেশ করিত,

এবং দীর্ঘকাল অপবিত্র ভাবে থাকিয়া, অপবিত্র জীবনের অংশ নষ্ট করিয়া ফেলিত।

ইয়ারমাউথের কেহই এই শোচনীয় দশা-গ্রস্ত জীবদিগের মঙ্গল চিন্তা করিত না, কেহই ইহাদের কোনও উপকার করিতে যত্নবান্ হইত না। সকলেই নীরবে ও ধীর ভাবে ইহাদের দুরবস্থার বিষয় শুনিত। ইহাদের অবস্থা ভাল করিবার কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সকলেই একান্ত অসাধ্য বলিয়া, তাহাতে উপেক্ষা দেখাইত। সুতরাং ইহারা নিরাশ্রয় ও নিঃসহায় ছিল। কোনও কর্ণ ইহাদের যন্ত্রণা শুনিয়া, অধীর হইত না, কোনও নেত্র ইহাদের শোচনীয় দশা দেখিয়া, অশ্রুপাত করিত না, এবং কোনও রসনা ইহাদের উপকারের জন্য সাধারণকে উত্তেজিত করিতে সমুত্থিত হইত না। এইরূপে হিতৈষী বন্ধু-জন-শূন্য হইয়া, হতভাগা কয়েদীগণ ইয়ারমাউথের অন্ধকারময় গৃহে পড়িয়া থাকিত।

১৮১৯ অব্দের ভাদ্র মাসে একটী নারী কোন গুরুতর অপরাধে এই কারা-গৃহে প্রেরিত হয়। এই হতভাগিনীর একটী সন্তান জন্মিয়াছিল। কিন্তু মাতার কোমলতা বা নির্ম্মল অপত্য-স্নেহ অভাগিনীর কঠোর হৃদয়ে স্থান পায় নাই। সে আপনার সন্তানের প্রতি কোনরূপ যত্ন বা স্নেহ দেখাইত না, এবং স্তন্য

দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিত না। প্রত্যুত নির্দ্দয় ভাবে তাহাকে নিরন্তর প্রহার করিত। রাক্ষসীর এই অশ্রুত-পূর্ব্ব ব্যবহারে স্নেহময়ী মহিলাদিগের কোমল হৃদয়ে সহজেই দুঃখ, বিস্ময় ও ঘৃণার আবির্ভাব হইতে পারে। ইয়ারমাউথের অনেক মহিলাই বিস্ময়ের সহিত এইরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, নিরস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু একটী দুঃখিনী অবলার কোমল হৃদয়ে এই ঘটনায় নিদারুণ অঘাত লাগিয়াছিল। অবলা কেবল দুঃখ বা ঘৃণা প্রকাশ করিয়াই, নিরস্ত হইলেন না। যাহাতে অপরাধিনীর অন্তঃকরণে অনু-তাপের উদয় হয়, স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের পর যাহাতে অপরাধিনী সৎ পথ অবলম্বন করে, প্রীতিময়ী কামিনীর কমনীয় ভাব যাহাতে তাহার হৃদয়ে বিকশিত হয়, ইহাই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। তাঁহার এই লক্ষ্য যেমন উচ্চতর ছিল, সাহস, যত্ন ও অধ্যবসায়ও তেমনই উচ্চতর হইয়া উঠিল। ইয়ারমাউথের সকলে যখন এই মহৎ কার্য্যে উদাসীন ছিলেন, তখন এই চির-দুঃখিনী নারী কেবল ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া, অটল সাহসে সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

সারা মার্টিন আপনার কার্য্যের অনুরোধে প্রতি দিন আবাস-গ্রাম হইতে পদব্রজে ইয়ারমাউথে আসিতেন, এবং নগরের স্থানে স্থান বস্ত্রাদি বিক্রয়

করিয়া পুনর্ব্বার বাস-গ্রামে ফিরিয়া যাইতেন। আপ-নার ও বৃদ্ধা পিতামহীর অন্ন সংস্থান জন্য এই দুঃখিনী অবলাকে প্রত্যহ এইরূপ পরিশ্রম করিতে হইত। সারা ইহাতে এক দিনের জন্যও ক্ষুব্ধ হন নাই, কিন্তু অন্য একটী বিষয়ের জন্য তাঁহার যার পর নাই ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি প্রতি দিন বাস-গ্রাম হইতে ইয়ারমাউথে আসিতেন, এবং প্রতি দিন অপরাধিদিগের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, যার পর নাই ক্লেশ পাইতেন। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী এবং অবলা চিরদিনই স্নেহ ও দয়ার প্রতিমা। ইহার পর অবলা যখন কোন দুঃখ-সন্তপ্তকে সুখ ও শান্তির নিকেতনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোমল হস্ত প্রসা-রণ করে, তখন তাঁহার হৃদয় স্বর্গীয়ভাবে সহজেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; সারার হৃদয় এক্ষণে এইরূপ স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত হইয়াছিল। নিরুপায় ও নিঃসহায় জীবদিগের কষ্টের একশেষ দেখিয়া, তিনি তাহাদের দুরবস্থা মোচনের উপায় দেখিতে লাগি-লেন। কারাগারে যাইয়া, এই হতভাগ্যদিগের সমক্ষে উপনীত হইতে এক্ষণে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তিনি খ্রীঃ ১৮১০ অব্দে লিখিয়াছিলেন, "আমি প্রতি দিন জেলের নিকট দিয়া যাইতাম, প্রতিদিনই আমার ইচ্ছা হইত যে, জেলে যাইয়া কয়েদীদিগকে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া

শুনাই। আমি ইহাদের অবস্থা এবং ঈশ্বরের সন্নিধানে ইহাদের পাপের বিষয় বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছিলাম; ইহারা যেরূপে সামাজিক অধিকার নষ্ট করিয়া,সমাজের সহিত সংস্রব-শূন্য হইয়াছে, এবং শাস্ত্রীয় উপদেশে যেরূপে অনভিজ্ঞ রহিয়াছে, তাহা আমার অবিদিত ছিল না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ধর্ম্মোপদেশই ইহাদিগকে সৎপথে আনিবার একমাত্র উপায়"। দীর্ঘকাল হইতে সারা এইরূপ আত্ম-প্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, দীর্ঘকাল হইতে সারার হৃদয়ে এইরূপ সহজ জ্ঞানের ভাব দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। ইহার পর সারা পূর্ব্বোক্ত কঠোরহৃদয়া কামিনীর ঘোরতর অপরাধের বিষয় শুনিলেন। এই ঘটনা তাঁহাকে পূর্ব্বের সঙ্কল্পানুসারে কার্য্য করিতে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তিনি আট বৎসর কাল যে ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ধারণা অনুসারে কার্য্য করিতে বিলম্ব করিলেন না। সারা এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাবৎ সমুদয় বিষয়ের সুবন্দোবস্ত না হইয়াছে, তাবৎ আমি এ বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। পাছে সঙ্কল্পসিদ্ধির কোন ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা আমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক থাকিত। ঈশ্বর আমাকে এই

কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করি নাই।”

সারা মার্টিন এইরূপে সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিযা, কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত অপরাধিনীর নাম জানিয়া লইলেন। কিন্তু প্রথমেই কারাগারে প্রবেশ করা দুর্ঘট হইয়া উঠিল। সারা বিনীতভাবে এই স্থানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল! ইহাতে পরহিতৈষিণী অবলার উদ্যম বা অধ্যবসায় ভঙ্গ হইল না। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তার সহিত দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন। এবার তাঁহার আশা ফলবতী হইল। সারা কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

কারাগারে প্রবেশ করিয়া, সারা মার্টিন কি ভাবে বিশ্বাসঘাতিনী মাতার সমক্ষে উপনীত হইয়াছিলেন, কি ভাবে তাঁহার অনুপম সদয় ব্যবহার, প্রীতিপূর্ণ স্বর ও কমনীয় মুখমণ্ডলের প্রশান্ত ভাব অপরাধি-নীর কঠোর অন্তঃকরণে নিদারুণ অনুতাপের সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা ইয়ারমাউথের ইতি-হাসে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সারা কারাগারের কয়েকটী অন্ধকারময় গৃহ অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্বোক্ত

অপরাধিনী যে প্রকোষ্ঠে থাকিত, তথায় উপস্থিত হইলেন। কারাবন্দিনী তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইল। অপরিচিতকে সম্মুখে দেখিয়া, তাহার বিস্ময় জন্মিয়াছিল ; সে কোনও কথা না কহিয়া, স্থির ভাবে রহিল। ইহার পর সারা যখন তাঁহার আসিবার উদ্দেশ্য তাহাকে জানাইলেন, সে কিরূপ গুরুতর পাপ করিয়াছে, ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা তাহার কতদূর উচিত, তাহা যখন বুঝাইয়া কহিলেন, তখন অভাগিনী স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অন্তঃকরণে ঘোরতর অনুতাপ জন্মিল ; পাপীয়সী এতক্ষণে আপনার পাপের গুরুত্ব বুঝিতে পারিল। সে আর নীরবে থাকিতে পারিল না। অবিরলধারায় অশ্রুপাত করিতে করিতে হিতৈষিণী অবলাকে ধন্যবাদ দিল।

এই সময় হইতে সারা মার্টিন একটী গুরুতর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন, এই সময় হইতে তাঁহার কার্য্য অধিকতর বিস্তৃত ও অধিকতর উচ্চভাবে পরিপূর্ণ হইল। যে নির্ম্মল সরিৎ এত কাল সঙ্কীর্ণ কন্দরে আবদ্ধ ছিল, এই সময় হইতে তাহা চারি দিকে প্রসারিত হইয়া, অনুর্ব্বর ভূ-খণ্ডকে ফলপুষ্পে শোভিত করিতে লাগিল। সারা কারাগারে প্রথমে প্রবেশ করিয়াই, কয়েদীদিগের নিকট যেমন সদয় ভাবে পরিগৃহীত

হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল, তিনি আপনার সাধানায় সিদ্ধ হইতে পারিবেন। সারা প্রতিদিন পোষাক বিক্রয়ের পর যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে কারাগারে যাইয়া, বন্দিদের নিকট প্রথমে ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে অনেক বিষয়ে সাতিশয় অনভিজ্ঞ দেখিয়া, যথানিয়মে শিক্ষা দিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল। তিনি প্রতিদিন যে সময় ব্যয় করিতেন, এই কার্য্যে তাহা অপেক্ষা অনেক সময় আব-শ্যক হইয়া উঠিল, কিন্তু সারা অধিক সময় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন পোষা-কের কাজ করিয়া, এক দিন কয়েদীদিগকে লিখিতেও পড়িতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইল, কিন্তু পরের উপকার জন্য এই ক্ষতি তিনি গণনার মধ্যে আনিলেন না। এই হিতৈষিণী নারী কিরূপ উৎসাহের সহিত আপনার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিরূপ একাগ্রতা তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পথে স্থির রাখিয়াছিল, তাহা তিনি সরল ভাবেও সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই প্রাঞ্জল লিপিতে অনেক মহার্থ উপদেশ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার কার্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "সপ্তাহের মধ্যে এক দিন পোষাক প্রস্তুত করিবার কাজ হইতে

বিরত হইয়া, এই সকল কয়েদীদিগের শুশ্রূষা করা আমি উচিত বোধ করিয়াছিলাম। এই এক দিন নিয়মিতরূপে ব্যয় করা হইত। ইহার অতিরিক্ত অনেক দিনও এই কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। এই রূপ অনেক সময় ব্যয় করাতে অর্থাদির সম্বন্ধে আমি কোন ক্ষতি বিবেচনা করি নাই। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি যে কার্য্য করিতেছিলাম, তাহাতে আমার প্রগাঢ় সন্তোষ জন্মিয়াছিল।”

খ্রীঃ ১৮২৬ অব্দে সারা মার্টিনের বৃদ্ধা পিতামহীর মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাহাতে বৎসরে একশত টাকা আয় হইত। সারা মার্টিন এক্ষণে এই সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। তিনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আপনার বাস-গ্রামে থাকিয়া, সেই কার্য্য করিবার নানারূপ অসুবিধা দেখিয়া, সারা এখন ইয়ারমাউথে থাকিতে ইচ্ছা করিলেন। নগরের নির্জ্জন অংশে একটী ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করা হইল। সারা পরের উপকার উদ্দেশে জন্মভূমি কেইষ্টারের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, এইস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি যে ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, ইয়ারমাউথে অবস্থান কালে অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত সেই ব্রত রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই খানে একটী হিতৈষিণী নারীর

সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। পরোপকার ব্রতে সারার অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহ দেখিয়া, এই নারী প্রীত হইলেন। সারার কোনরূপ সাহায্য করিতে তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা হইল। তিনি সপ্তাহের মধ্যে এক দিন সারার উপজীবিকার জন্য পোষাক প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এদিকে কয়েক জন সদাশয় ব্যক্তি কয়েদীদিগের উপকারার্থে সারাকে তিন মাস অন্তর এক টাকা চারি আনা করিয়া, চাঁদা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। সারা এই সামান্য সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলেন। চাঁদায় যে টাকা পাওয়া যাইত, তদ্দ্বারা তিনি ধর্ম্ম গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া, কয়েদীদিগকে দিতেন। কারাবন্দিগণ সারার যত্নে লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল; তাহারা নিবিষ্টচিত্তে এই সকল ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিত। এই নিরুপায় জীবদিগের উপকার জন্য সারা প্রতিদিন কারাগারে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার ব্যবসায়ের বড় ক্ষতি হইল; নিরূপিত সময়ে কাপড় না পাওয়াতে পূর্ব্বতন খরিদার সকল অন্য লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিল। সারা নিদারুণ দৈন্য-গ্রস্ত হইলেন। তাঁহার যে আয় ছিল, বাটী ভাড়া দিয়া, তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সারা সাতিশয়

বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এই সময় তাঁহার নিকট বিষম সঙ্কটময় হইয়া দাঁড়াইল। আপানার অবলম্বিত ব্রত পরিত্যাগ করিবেন, না অন্ন-লালায়িত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইবেন, তিনি এক্ষণে ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে সাধনা তাঁহার হৃদয় দেব-ভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছিল, যাহার জন্য তিনি বাল্যের লীলা-ভূমি প্রিয়তম জন্মস্থানের মমতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সারা এক্ষণে অন্ন-কাতর হইয়া, জীবনের সেই মহৎ সাধনা হইতে বিচ্যুত হইবেন কিনা, ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু পরহিতৈষিণী অবলার হৃদয় বহুক্ষণ দোলায়মান হইল না; ইহা পূর্ব্ববৎ অটল ও সুব্যবস্থিত রহিল। সারা সাতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াও, আপনার ব্রত পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময়ে তিনি লিখিয়াছেন, "যখন আমি কেবল পোষাক প্রস্তুত করিতাম, তখন এই ব্যবসায়ের জন্য আমাকে অনেক ভাবিতে হইত, ভবিষ্যতের জন্যও আমার অনেক ব্যাকুলতা ছিল; কিন্তু যখন এই ব্যবসায় বন্ধ হইল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা ও ব্যাকুলতাও অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ধর্ম্ম-গ্রন্থে পড়িয়াছি, ঈশ্বর নিরুপায়কে রক্ষা করিয়া থাকেন। ঈশ্বর আমার প্রভু; তিনি কখনও তাঁহার আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে পরিত্যাগ করিবেন না। ঈশ্বর

আমার পিতা ; তিনি কখনও তাঁহার অধম সন্তানকে বিস্মৃত হইবেন না। ঈশ্বর তাঁহার ভৃত্যের বিশ্বস্ততা ও সহিষ্ণুতা দেখিতে ভাল বাসেন।" সারা মার্টিনের হৃদয় কিরূপ মহান্ ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা তাঁহাকে কিরূপ পবিত্রতর কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়া, পবিত্রতর আমোদের অধিকারিণী করিয়াছিল, তাহা এই সরল লিপির প্রতি অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে।

তিন বৎসর কাল এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবে ও অকাতরে পরিশ্রম করিয়া, সারা মার্টিন আপনার কর্ত্তব্য-পথের এক অংশ অতিক্রম করিলেন। যাহারা এত কাল কেবল নিকৃষ্টতর কার্য্যে ও নিকৃষ্টতর আমোদে লিপ্ত ছিল, তাহারা এক্ষণে শান্ত ও সংযত-চিত্ত হইয়া, লেখা পড়া করিত ; তাহাদের কঠোর হৃদয় কোমল হইয়াছিল ; তাহারা আপনাদের পাপের গুরুতা বুঝিয়া, অনুতাপ করিত, এবং ভবিষ্যতের জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকিত। গ্রন্থ অধ্যয়নে, সদালাপে ও উপদেশ শ্রবণে তাহাদের সময় অতিবাহিত হইত। তাহারা একান্ত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঈশ্বরের নিকট স্বকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, এবং প্রতি রবি-বারে সকলে সমবেত হইয়া, শান্ত ভাবে সেই পরমারাধ্য দেবতার অরাধনায় নিবিষ্ট হইত। কিন্তু তাহারা

এপর্য্যন্ত কোনরূপ শিল্প কার্য্যে মনোযোগ দেয় নাই; জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমায় তাহারা সুশীল, বিনয়ী ও কোমল-প্রকৃতি হইয়াছিল, কিন্তু জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগি কোন কার্য্যে তাহাদের পারদর্শিতা জন্মে নাই। সারা মার্টিন এখন এই বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে তিনি কারগারের নারীদিগকে সীবন-কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন; ইহার পর তাহারা পিরাণ, কোট প্রভৃতি বিবিধ গাত্রচ্ছদের নির্ম্মাণ-প্রণালী শিখিতে লাগিল। সারা কারাগারের পুরুষগণের সম্বন্ধেও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। মহিলাদিগকে শিক্ষা দিয়া, তিনি পুরুষদিগের নানাপ্রকার দ্রব্যাদির নির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সারা আপনার এই শেষোক্ত কার্য্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "১৮২৩ অব্দে এক হিতৈষী ব্যক্তি আমাকে কারাগারের দাতব্য কার্য্যের জন্য পাঁচ টাকা দান করেন, সেই সপ্তাহে আমি আর এক জনের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে দশ টাকা প্রাপ্ত হই। আমি ভাবিলাম, এই টাকা শিশুদিগের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যয় করিলে ভাল হয়। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটী আদর্শ ধার করিয়া আনিলাম। কাপড় কিনিয়া কয়েদীদিগকে পোষাক প্রস্তুত করিতে দেওয়া গেল। ইহাতে আমি অনেক ফল দেখিতে পাইলাম। কয়েদীরা শিশু-

দিগের কাপড় ব্যতীত কোট, পিরাণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে সকল যুবতী কামিনীরা সেলাই করিতে জানিত না, তাহারা এই সূত্রে উহা শিখিতে লাগিল। পূর্ব্বোক্ত ১৫টী টাকা একটী স্থায়ি মূলধন স্বরূপ হইল; ক্রমে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭ টাকা হইল, এবং পরে এই ৭৭টাকা চারি হাজার আটের অঙ্কে স্থান পাইল। কেবল নানাবিধ পোষাকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দ্বারাই মূলধনের এইরূপ পরিপুষ্টি হইয়াছিল।

"কয়েদীরা টুপী, চামচে ও সীল প্রস্তুত করিত। অনেক যুবক পিরাণ সেলাই করিতে শিখিয়াছিল। আমি আবশ্যক দ্রব্যের এক একটী আদর্শ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম; তাহারা সেই আদর্শের অনুকরণ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিত, এবং অনেক সময়ে কৃতকার্য্য হইত। এক কি দুই বৎসর পরে, সকলেই এইরূপে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অনুকরণ করিত। এই অনুকরণে বিশিষ্ট চিন্তা ও মনোযোগ আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু কয়েদীরা আপনাদের চিন্তা-শক্তি ও মনোযোগ দেখাইতে কাতর হইত না; সুতরাং তাহাদের সময় নির্ব্বিবাদে ও শান্তভাবে অতিবাহিত হইত।"

কারাগারে প্রতি রবিবারে উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সারা মার্টিন প্রতি রবিবার প্রাতঃ-

কালে কয়েদীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া একান্ত-মনে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন। সন্ধ্যাকালীন উপাসনায় সারা উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না; ইহাতে কয়েক দিন এই উপাসনার কার্য্য স্থগিত ছিল। ইহার পর ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িবার ভার সারার হস্তে সমর্পিত হয়। সারা পবিত্র দিনে শান্তভাবে ও সন্তুষ্ট চিত্তে কয়েদীদিগের সমক্ষে ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়িয়া মঙ্গলময় ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। তাঁহার স্বর কোমল, স্পষ্ট ও শ্রুতি-মধুর ছিল; কয়েদীরা এই মধুর স্বরে ঈশ্বরের স্তুতি-গান শুনিয়া, পরিতৃপ্ত হইত। কারাগারের এক জন পরিদর্শক প্রস্তাবিত উপাসনার এইরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ঃ—

“রবিবার, ২৯এ নবেম্বর,১৮৩৫—অদ্য প্রাতঃকালে আমি কারাগারের উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। কেবল পুরুষ কয়েদীরা এই উপাসনায় যোগ দিয়াছিল। নগরের একটী মহিলা উপাসনার কার্য্য সম্পাদন করেন। তাঁহার কণ্ঠধ্বনি সাতিশয় মধুর, তাঁহার বচন-বিন্যাস-প্রণালী তেজস্বিনী, এবং তাঁহার ব্যাখ্যা নিরতিশয় সরল ও স্পষ্ট। * * * কয়েদীরা সকলে সমস্বরে দুটী সঙ্গীত গান করিল। আমি আমাদের প্রধান প্রধান উপাসনালয়ে যে সকল গান শুনিয়াছি, এই সঙ্গীত দ্বয় তৎসমুদয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বোধ হইল।

মহিলা নিজের লিখিত একটী বক্তৃতা পাঠ করিলেন। ইহা পবিত্র নীতিতে ও প্রগাঢ় ঐশ্বরিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ। এই বক্তৃতা শ্রোতাদের বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল। উপাসনার সময় কয়েদীরা গাঢ়তর মনঃসংযম ও শ্রদ্ধা দেখাইয়াছিল, এবং যতদূর বিচার করা যায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহারা ইহা আপনাদের সাতিশয় মঙ্গলকর বলিয়া, বিশ্বাস করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে এই মহিলা স্ত্রীকয়েদীদিগের সম্মুখে ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িয়া, উপাসনা করেন।"

এইরূপে কয়েক বৎসরের পরিশ্রমে সারা মার্টিন আপনার সাধনায় অনেকাংশে সিদ্ধ হইলেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে কারাগারে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, যে উদ্দেশ্যে আপনি নানারূপ কষ্ট সহিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য এক্ষণে সফল হইল। বৎসরের পর বৎসর পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল; প্রতি বৎসর অভীষ্ট বিষয়ের নূতন নূতন ফল দেখিয়া, সারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার যত্নে কয়েদীরা নীতি-জ্ঞান লাভ করিল, করুণাময় ঈশ্বরের উপাসনা করিতে শিখিল, এবং নানাপ্রকার শিল্প-কার্য্যে নিপুণ হইয়া, জীবিকা-নির্ব্বাহের পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিল। পৃথিবীর মনস্বী ও মহৎ ব্যক্তিগণ যে কার্য্য দুঃসাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, যে কার্য্য সম্পাদনের

উপায় উদ্ভাবনে তাঁহাদের চিন্তাশক্তি অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, একটী দরিদ্র মহিলা কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, অটল সাহসের সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ বিস্মিত হইয়া এই মহিলার লোকাতীত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের নিকট মস্তক অবনত করিল। বর্ণনীয় সময়ে কারাগারের সংস্করণ-প্রণালী সুব্যবস্থিত ছিল না, কি উপায়ে হতভাগ্য অপরাধিগণের চরিত্র সংশোধিত ও অবস্থা উন্নত হইতে পারে, তাহা কেহই নির্দ্ধারণ করেন নাই ; এই সময়ে সারা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে কার্য্য করিয়া, যেমন ফল পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বিচক্ষণতা ও অধ্যবসায়ের বিস্তর প্রশংসা করিতে হয়। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা নিঃস্বার্থ ভাবে ও বিশিষ্ট মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার কার্য্য-প্রণালীর সকল স্থলেই ন্যায়পরতা ও সাধুতার সম্মান রক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অপরের নিকট গৌরব বা প্রশংসা লাভের প্রত্যাশায় এই ব্রতে দীক্ষিত হন নাই, জগতে খ্যাতি লাভের বাসনা এক দিনের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি নির্জ্জন স্থানে নীরবে ও দরিদ্র ভাবে কালাতিপাত করিতেন, নীরবে আপনার কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করি-

তেন এবং নীরবে ও সাবধানে আপনার সঙ্কল্প অনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া তুলিতেন। হিতৈষিতা এই রূপে নীরবে উত্থিত হইয়া, নীরবে হতভাগ্য জীবদিগকে শান্তির অমৃত প্রবাহে অভিষিক্ত করিত। কিন্তু এই দরিদ্র মহিলা নীরবে কার্য্য করিয়া, যে মহত্ত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অনেকের হট্ট-কোলাহলময়ী খ্যাতি ও প্রশংসাকে অধঃকৃত করিয়াছে।

যে সমস্ত কয়েদী ইয়ারমাউথের কারাগারে অবস্থান করিত, সারা মার্টিন তাহাদের একটী তালিকা রাখিতেন। এই তালিকায় কয়েদীদিগের নাম ও তাহাদের অপরাধের বিবরণ প্রভৃতি লিখিত থাকিত। সারার এই তালিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা চুরী ও ডাকাইতী দ্বারা সাধারণকে দরিদ্র করিয়া তুলিয়াছে,তাহাদের অনেকে এই স্থানে আবদ্ধ থাকিত। ভৃত্যেরা তাহাদের প্রতিপালক প্রভুর অনিষ্ট করিয়া, দুশ্চারিণী কামিনীরা আপনাদের উদ্দাম মনোবৃত্তি সংযত রাখিতে না পারিয়া, এবং বালকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, এই ভয়ঙ্কর অন্ধকারময় গৃহে প্রবেশ করিত। সারা এই সকল দুর্ব্বিনীত জীবকে স্নেহাস্পদ সন্তানের ন্যায় আপনার তত্ত্বাবধানে আনিয়া, সৎপথ দেখাইতেন। এই দুর্ব্বিনীত সম্প্রদায় সারার চারিদিকে বসিয়া একান্তমনে নীতি কথা শুনিত।

মূর্ত্তিমতী করুণার এই মহত্ত্ব কি স্বর্গীয় ভাবের পরিচায়ক! যে বিশ্বাস এইরূপ নিঃস্বার্থ ভাবের পরিপোষক ও অদ্বিতীয় দৃঢ়তার অবলম্বন, তাহা পর্ব্বতকেও বিচলিত করিতে পারে এবং যে স্বার্থত্যাগ এইরূপ উদার নীতির উপরে স্থাপিত, তাহা মানব জাতির স্বর্গীয় আভরণ বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারে।

এই সময়ে সারা মার্টিনকে অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অনেক প্রকার চিন্তার তরঙ্গে তিনি এই সময়ে নিরন্তর আহত হইয়াছিলেন। এত কাল তিনি কেবল আপনার বৃদ্ধা পিতামহীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে অনেকগুলি নিঃসহায় জীব তাঁহার শিক্ষাধীন হওয়াতে তিনি অনেকের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিরূপে ইহাদের উন্নতি হইতে পারে, কিরূপে ইহারা পুনর্ব্বার সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া, প্রকৃত মনুষ্যত্ব পাইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় হইল। তিনি প্রতিদিন কারাগারে ছয় সাত ঘণ্টা থাকিয়া, ইহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহারা যে, যথানিয়মে শিক্ষা পাইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। সারা মার্টিন ইহাদের শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যাহারা পড়িতে জানিত না, আমি তাহাদিগকে পড়িতে উৎসাহ দিতাম; আর সকলে আমার অনু-

পরিস্থিতিতে তাহাদের সহায়তা করিত। ইহারা লিখিতে শিখিয়াছিল; ইহাদিগকে যে সকল পুস্তক. দেওয়া যাইত, তৎসমুদয় হইতে ইহারা অনেক বিষয় নকল করিত। যে সকল কয়েদী পড়িতে শিখিয়াছিল, তাহারা আপনাদের ক্ষমতা ও রুচি অনুসারে পুস্তক না দেখিয়া, ধর্ম্মগ্রন্থের অংশ বিশেষ আবৃত্তি করিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমিও তাহাদের সম্মুখে এইরূপে ধর্ম্ম গ্রন্থের আবৃত্তি করিতাম। ইহার ফল সাতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছিল। অনেকে প্রথমে কহিয়াছিল, ইহাতে তাহাদের কোন উপকার হইবে না। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, 'ইহা আমার উপকারে আসিয়াছে, তোমাদের উপকারে আসিবে না কেন? তোমরা ইহার জন্য চেষ্টা করিতেছ না, কিন্তু আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি।' শিশুপাঠ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক ও অন্যান্য বৃহৎ গ্রন্থ, সর্ব্ব সমেত চারি পাঁচ খানি, প্রতিদিন গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রেরিত হইত, যাহারা অধিক পড়িতে শিখিয়াছিল, তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষা বৃহৎ গ্রন্থ দেওয়া যাইত।"

সারা মার্টিন এইরূপে সরলভাবে আপনার কার্য্য-প্রণালীর বর্ণনা করিয়াছেন। এই লিপিতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, কয়েদীদের কেহই লেখা পড়ার অবহেলা করিত না। সারার যত্নে ও আগ্রহে সক-

লেই বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হইত। যখন ইহারা কারাগৃহে প্রথম প্রবেশ করিয়াছিল, তখন ইহাদের মূর্ত্তি যেমন ভয়ঙ্কর প্রকৃতিও তেমনি কুৎসিত ছিল। ইহাদিগকে সে সময়ে মূর্ত্তিমান পাপ বলিয়া বোধ হইত। হিতৈষিণী সারা ইহাদের কঠোর হৃদয় কোমলতায় অলঙ্কৃত করেন এবং কুৎসিত প্রকৃতি সৌন্দর্য্যের রেখাপাতে শোভিত করিয়া তুলেন। তিনি সকলের সহিতই সরল ভাবে আলাপ করিতেন, সকলকেই সমান আদরে নীতি শিক্ষা দিতেন; নিরুপম মাতৃস্নেহ সকলের উপরেই সমান ভাবে প্রসারিত হইত; সকলেই তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভাল বাসিত, এবং দেবীর ন্যায় সম্মান করিত। তাঁহার সহানুভূতি সর্ব্বজনীন ছিল। তিনি সকলেরই রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন, সকলের জন্যই অশ্রুপাত করিতেন, এবং সকলের মঙ্গলার্থেই করুণাময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার চারিদিকে কেবল দুঃখ, নীচতা, দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবিম্ব ছিল। কিন্তু ইহাতে কখনও তাঁহার কোনরূপ অসন্তোষ দেখা যায় নাই। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে দুঃখিতকে সুখের পথ দেখাইতেন, নীচকে উচ্চতর গুণগ্রামে ভূষিত করিতেন, দুর্ব্বলকে সবল হইতে সাহস দিতেন এবং বিশ্বাসঘাতিককে সদুপদেশ দিয়া, পরম বিশ্বস্ত করিয়া তুলিতেন।

প্রতিদিন জেলের কার্য্য শেষ করিয়া, সার মার্টিন শ্রমজীবিদিগের স্কুলে যাইয়া যথারীতি শিক্ষা দিতেন। কিন্তু তাঁহাকে দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিতে হয় নাই। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষকগণ নিযুক্ত হইলে সার বালিকা-স্কুলে যাইয়া, শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন। রাত্রিকালে এই স্কুলের অধ্যাপনা হইত। সারা সপ্তাহের মধ্যে দুই রাত্রি বিদ্যালয়ের কার্য্য করিতেন। তাঁহার অধ্যাপনাগুণে এই বিদ্যালয়ের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটী যুবতী তাঁহার নিকট শিক্ষা পাইত। তিান সকলকে নীতিগর্ভ কবিতা পড়াইতেন, এবং গল্পচ্ছলে অনেক উপদেশ দিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থে সারার বিশিষ্ট অধিকার ছিল। তিনি বৎসরে চারি বার অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। পবিত্র গ্রন্থের সমুদয় উপদেশ ও সমুদয় কাহিনী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। অধ্যাপনার সময় তিনি কথা-প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের সদুপদেশ গুলি ছাত্রীদের সমক্ষে বিবৃত করিতেন। সারার উদার উপদেশে বালিকাদের হৃদয়ে যেমন কর্ত্তব্যবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছিল, তেমনি অনেক মহত্তর গুণ স্থান পরিগ্রহ করিয়াছিল। অধ্যাপনা শেষ হইলে সারা বিশ্বস্তভাবে সকলের সহিত আলাপ করিতেন। সকলেই তাঁহার নিকট বসিয়া, মনোরম কাহিনী শুনিত। তিনি কখন গৃহ-ধর্ম্মের

উপদেশ দিতেন, কখন ছাত্রীদের অবস্থা শুনিয়া, তাহা-দিগকে কর্ত্তব্য-পথ দেখাইতেন, কখন বা সরল ভাষায় পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব বুঝাইয়া, সকলকে আমোদিত করিতেন। সারা কেবল বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন না, সকলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সকল সময়ে সৎপরা-মর্শদাত্রীও ছিলেন।

সারা সন্ধ্যাকালে পীড়িত ব্যক্তিদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত হইতেন। কারখানা প্রভৃতি স্থলে যে সকল রোগী থাকিত, তিনি যথানিয়মে তাহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিতেন। এইরূপে দিবসে, সায়ন্তন সময়ে ও রাত্রিতে স্নেহময়ী অবলা নিঃস্বার্থভাবে কেবল পরের উপকার করিয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতেন। নগরের যে সকল সদাশয় ব্যক্তির সহিত সারার আত্মীয়তা ছিল, যাঁহারা সারার কার্য্যের অনুমোদন করিতেন, এবং সরল হৃদয়ে তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন, সারা সময়ে সময়ে তাঁহাদের গৃহে যাইয়া, পবিত্র আমোদ উপভোগ করিতেন। সারা সমাগত হইলে সেই গৃহে আনন্দ-প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কর্ত্তা আহ্লাদের সহিত তাঁহার সম্মুখে আসিতেন, গৃহিণী সমুচিত আদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করি-তেন, বালক বালিকারা প্রফুল্ল মুখে আসিয়া, তাঁহার হস্তধারণ করিত; সারা সকলের সহিতই সরলভাবে

সম্ভাষণ করিতেন। তিনি কয়েদীদের নির্ম্মিত দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন; প্রতিগৃহে এই সকল দ্রব্য দেখাইয়া,যুবতীদিগকে শিল্পকার্য্যে উৎসাহিত করিতেন। যে সকল পুরাতন বস্ত্রখণ্ড, কাগজ বা অন্য কোন দ্রব্য গৃহের লোকে অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া, দূরে নিক্ষেপ করিত, সারা তৎসমুদয় চাহিয়া লইতেন; যাহাতে এই সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার হয়, তৎ প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ও যত্ন ছিল। তিনি কোন বস্তুই অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ফেলিয়া দিতেন না এবং কিছুই অপদার্থ ভাবিয়া, অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেন না। গৃহিণীরা সকল দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করিতে শিখেন, ইহা তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল। তিনি সকল সময়েই তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ দান বা অনুরোধ করিতেন। আপনার এই চিরসঞ্জাত বাসনা ফলবতী করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। যখন তিনি গৃহের লোকদিগকে আপনার এই ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেখিতেন, তখন তাঁহার আহ্লাদের অবধি থাকিত না। তিনি সে সময়ে একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, সেই গৃহস্থদিগের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। যে সময়ে গৃহে কোন আগন্তুক বা অপরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিতেন, সে সময়ে সারা বিশ্বস্ত ভাবে আত্মীয়দিগের সমক্ষে কারাগারের বিবরণ প্রকাশ করিতেন। যে সকল অপরাধী তাঁহার

তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, তিনি তাহাদের সুব্যবস্থার সম্বন্ধে কখন আশা প্রকাশ করিতেন, কখনও বা নিরাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেন। প্রীতিভাজন আত্মীয় জনের নিকট তিনি কোন কথাই গোপনে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন না; সরল ভাবে সরল ভাষায় প্রকৃত বিষয় কহিয়া, সকলকেই আপনার সুখ দুঃখের অংশী করিতেন। এইরূপ সরল ও পবিত্র গোষ্ঠী-কথায় সারার সায়ন্তন সময় অতিবাহিত হইত।

কিন্তু সারার আবাস-বাটীতে কেহই ছিল না। তিনি প্রতিদিন গৃহে চাবি দিয়া, আপনার দৈনন্দিন কার্য্য করিতে বাহিরে যাইতেন। পবিত্র কর্ত্তব্য সম্পাদনের পর ফিরিয়া আসিলে কেহই তাঁহার সম্ভাজন করিত না, কেহই গৃহকার্য্যে তাঁহার সাহায্য করিতে উদ্যত হইত না। সারা আপনার গৃহে একাকিনী থাকিতেন। তিনি একাকিনী গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন এবং একাকিনী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, স্বহস্তে সমুদয় কার্য্য করিতেন। সারা এই গৃহে আপনার কার্য্য-প্রণালী ও কয়েদীদিগের সমুদয় বিবরণ, এবং আয় ব্যয়ের সমস্ত হিসাব যত্নের সহিত রাখিতেন। বহুকাল এ-গুলি সারার গৃহে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা ইয়ার মাউথের একটী সাধারণ পুস্তকালয়ে রহিয়াছে।

সারা মার্টিন এই প্রকারে প্রাত্যহিক কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেন, এই প্রকারে সকল সময়ে ও সকল স্থানে তাঁহার করুণার পবিত্র সৌন্দর্য্য বিরাজ করিত। তাঁহার আয় যৎসামান্য ছিল; উহাতে অতি কষ্টে আপনার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইত। ইয়ারমাউথের অন্ধকার-ময় কারাগার-বাসী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা তাঁহার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। কিন্তু ইহাতে তিনি এক দিনের জন্যও কাতরতা দেখান নাই। তাঁহার আত্মা পবিত্র ঐশ্বরিক চিন্তায় নিরন্তর প্রসন্ন থাকিত। তিনি বিপ-ন্নের সাহায্য করিয়া, পবিত্র সন্তোষ-সাগরে নিরন্তর মগ্ন থাকিতেন। নগরের কোলাহল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইত না, কোন রূপ জনতা তাঁহার গৃহের শান্তি ভঙ্গ করিত না। ইহা নীরব ও নির্জ্জন ছিল। সারা এই নির্জ্জন স্থানে একমাত্র ঈশ্বরের অসীম করু-ণার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। নির্জ্জন স্থানে থাকাতে তাঁহার কোনরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইত না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ পিতার নিকটে আছেন ভাবিয়া, আশ্বস্ত হইতেন এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পিতা বিপদে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন ভাবিয়া, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। সুতরাং নির্জ্জন-বাস তাঁহার শান্তিদায়ক ছিল। তিনি কার্য্যক্ষেত্রের নানাপ্রকার বিঘ্ন-বিপত্তিকর মহা সংগ্রামে বিজয়-শ্রী অধিকার পূর্ব্বক এই স্থানে আসিয়া, ঈশ্ব-রের স্তুতিগানে শান্তি লাভ করিতেন।

এই নির্জ্জন স্থানে শান্তি-সুখের মধ্যে পরহিতৈষিণী অবলার পবিত্র জীবন-স্রোতঃ অনন্ত স্বর্গীয় প্রবাহে মিশিয়া যায়। খ্রীঃ ১৮৪৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর বায়ান্ন বৎসর বয়সে সারা মার্টিনের মৃত্যু হয়।

সারা মার্টিন মহিলা-কুলের আদর্শ স্থল। তাঁহার করুণা যেমন অতুল্য ছিল, সাহসও তেমনি অসাধারণ ছিল। তিনি অবলা-হৃদয়ের অধিকারিণী হইয়া, যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, অনেক সাহস-সম্পন্ন পুরুষেও তাহা করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভাব তাঁহাকে সকল সময়েই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন করিয়া রাখিত। আপনার অসাধারণ কৃতকার্য্যতায় তিনি কখনও গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার কমনীয় মুখ-মণ্ডল সর্ব্বদা বিনয় ও শীলতায় শোভিত থাকিত। তিনি যাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহাই অবলা-সুলভ ধীরতা ও নম্রতার সহিত সম্পন্ন করিয়া তুলিতেন। তাঁহার কোমল প্রকৃতি কখনও অকৃতজ্ঞতায় কলুষিত হইত না এবং তাঁহার অসামান্য দয়াও কখন পক্ষ-পাতের ছায়া স্পর্শ করিত না। তিনি সকল সময়েই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ছিলেন। সকল সময়েই পবিত্রতার কমনীয় কান্তি তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিত। তিনি ইয়ারমাউথের প্রায় সকল স্থানেই যাইতেন।

নগরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, আত্ম-সুখের উপায় উদ্ভাবন করাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না ; কারাগারের অন্ধকারময় গৃহ আলোকিত করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ; রোগীর আবাস-স্থানকে শান্তিতে পরিপূর্ণ রাখা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি শোক ও যাতনার পরিমাণ করিতেন, দুঃখের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেন এবং অশান্তির কারণ নির্দ্দেশে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহার কল্পনা এই সমস্ত সন্তাপকে দূরীভূত করিবার উপায় নির্দ্ধারণে নিযুক্ত থাকিত, এবং তাঁহার চেষ্টা এই অসুখকর স্থানে সুখের রাজ্য প্রসারিত করিতে সর্ব্বদা উদ্যত হইত। তাঁহার কার্য্য-প্রণালী সর্ব্বাংশে নূতন ছিল ; ইহার সকল স্থানেই তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও পবিত্র হিতৈষিতার চিহ্ন লক্ষিত হইত। এই কার্য্য-প্রণালী একটী প্রধান আবিষ্ক্রিয়া। দায়ার শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইহা একটী প্রধান উপায়। সারা মার্টিনের জীবন-চরিত সকলেরই মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করা উচিত। কামিনীর কোমল হৃদয়ে এই পবিত্র জীবনের প্রতি ঘটনা দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সারা মার্টিন সমস্ত পৃথিবীর নিকট শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইবার যোগ্য। দয়া, ধর্ম্ম ও পরোপকারে তিনি [illegible] কালীন

সকল ব্যক্তিকেই অতিক্রম করিয়াছেন। হাউয়ার্ড প্রভৃতি হিতৈষিগণ যে গুণে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, এই চির-দুঃখিনী অবলায় সে গুণের কোনও অভাব ছিল না।

---

* ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী হাক্‌নী নগরে খ্রীঃ ১৭২৬ অব্দে জন হাউয়ার্ডের জন্ম হয়। তিনি ঘটনা ক্রমে ফরাসী দেশের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কারাগারে তাঁহার যার পর নাই যন্ত্রণা হয়। অবশেষে মুক্তি লাভ করিয়া, তিনি ইহার কঠোর প্রণালী সংশোধন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। এই উদ্দেশে হাউয়ার্ড ইউরোপের প্রায় সকল স্থানেই ভ্রমণ করেন। তিনি সর্ব্বদা দুঃখীর দুঃখ মোচন করিতেন, রোগার্ত্তকে যথানিয়মে ঔষধ ও পথ্য দিতেন এবং দুশ্চরিত্র ব্যক্তিদিগকে সৎপথে আনিতেন। একদা তিনি কোন স্থানে একটী সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিতে গমন করেন। শেষে এই সংক্রামক রোগ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগেই খ্রীঃ ১৭৯০ অব্দের ২০এ জানুয়ারি হাউয়ার্ডের মৃত্যু হয়।